কন্যাপণ বিনাশিকা

পুস্তিকা।

বিক্রমপুরান্তর্গত বিক্রমপুরান্তর্গত বিদগাঁও নিবাসী স্বর্গীয়
রামনিধি দাস গুপ্ত মহোদয়স্য

পুত্র

শ্রীকাশীনাথ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত এবং
সংগৃহীত।

শ্রীপদ্মলোচন দাস গুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত।

১২৬৬ সাল।

শুদ্ধি পত্র।

পত্র	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২প	১৯	নিবাসী	নিবাসি
২প	২২	ভোগে	ভোগ
৮প	৯	সুরাদিসু	সুরাদিষু
৯প	১৩	অন্তিমে	অন্তিমে
১১প	৯	তর্জ্জন্য	তজ্জন্য
১১প	২২	অপনকার	আপনকার
১২প	১	পারে	পরে
১২প	৬	ক্বিবল	কেবল
১৩প	১৪	তদানী	তদানীং
১৪প	১৪	বলিকা	বালিকা
১৫প	১৩	নত্য	নৃত্য
১৬প	৪	উচ্চস্বরে	উচ্চৈঃস্বরে
১৭প	৬	হম্ন	হয়
১৯প	১৪	মত্যু	মৃত্যু
২০প	১৩	আকালে	অকালে
২০প	১৫	হেমাতা	হেমাতঃ
২১প	৮	হস্তার্পন	হস্তার্পণ
২৩প	৯	কাস্তি	কান্তি
২৪প	১	করি	করিবে
২৪প	১৬	হেমাতা	হেমাতঃ
২৫প	৭	জামাতুঃ	জামাত্রা
২৫প	৮	র্ণচ	র্নচ
২৫প	১৪	দেখিবে	দেখিয়ে
২৬প	২	পিতৃণ	পিতৃন
২৬প	১২	অভিবাদণ	অভিবাদন

শুদ্ধিপত্র।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[illegible]	৩	করিলন	[illegible]
[illegible]	১৩	মেনদী	[illegible]
[illegible]	২২	[illegible]	[illegible]
৩০পা	১৭	চালিতো খানা	[illegible]
৩৩পা	৮	গায়ুবাদং	[illegible]
৩৬পা	১২	সুরাদিস্	[illegible]
৩৭পা	১১	নরক [illegible]	[illegible]
৩৭পা	১৪	[illegible]	[illegible]
৩৮	৪	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১১	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১২	কার	[illegible]
৪০পা	২	[illegible]	[illegible]
৪০পা	৮	[illegible]	[illegible]
[illegible]	৮	[illegible]	তনাশু
[illegible]	১৪	[illegible]	ভুয়োভূয়ো
[illegible]	৮	[illegible]	উচ্চৈঃস্বরে
৪৫পা	৮	[illegible]	করিয়া
[illegible]	২	[illegible]	[illegible]
৪৯পা	১৩	কর্ম্মক্ষে	[illegible]
৫১পা	২	কুহুজলে	[illegible]
৪৮পা	২২	সেই যাহারা	[illegible] যাহারা

ছাপার ভ্রমে ৪৮ পৃষ্ঠার সর্ব্ব [illegible]
কয়েক পংক্তি অপ্রকাশিত হইয়া[illegible]
আহার ব্যবহার রাখিলেও পাতিত্য হয়,
[illegible] এই বিষয় নিবারণার্থ [illegible]

ভূমিকা।

যে মহোদয় গণ অনুক্ষণ শাস্ত্র ঈক্ষণে বিচক্ষণ হইয়া ধর্ম্ম পরিরক্ষণে একান্ত যত্নবন্ত হইয়াছেন, যাঁহারদিগের বহুদিন মূলক্ষণ সর্ব্বক্ষণ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মনের বিলক্ষণ সন্তোষলাভ হইতেছে, ঐ সকল শাস্ত্রবেত্তা মহাত্মগণ সমীপে আবেদন এই যে অস্মদ হিন্দুকুল মধ্যে কতিপয় অপকার্য্য বাবহার্য্য বিলোকনে আশ্চর্য্য দোষ অসহ্য দোষপূর্ণ হইল ঐ সকল কার্য্য ত্যাজ্য ন্যায্য বিবেচনায় বিশেষ মন্ত্রণা সহ হিন্দু সমন্ত্রণা নামক পুস্তক প্রচার পূর্ব্বক তাহার এক প্রতিরূপ কাশিতে আত্মীয়লোক উপলক্ষে ভারতবর্ষ বন্ধুবর অশেষ গুণাকর সম্পাদক প্রবর স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহোদয় সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তদনুসারে ঐ মহাত্মা উক্ত পুস্তক সম্পূর্ণরূপে বিলোকন করিয়া ১২৫৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসীয় বিংশতি তারিখে স্বপ্রণীত ভাস্কর পত্রের ৪৩৮ পৃষ্ঠায় তৎব্যাখ্যা লিপি প্রকাশ পূর্ব্বক মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন, কথিত পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ করিয়া বিজ্ঞ সমাজে বিকাশ করা হয়, তদনন্তর উক্ত পুস্তকের বৃত্তান্ত ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ২৯ চৈত্র দিবসীয় ভাস্করের ৮১২ পৃষ্ঠায় পুনরুল্লেখ হইয়াছে, অতএব কথিত পুস্তক যন্ত্রারূঢ় করণ বিষয়ে একান্তই প্রবৃত্তি ছিল কিন্তু

উক্ত ভাস্কর পত্রের লিপি অনুসারে ব্যবহৃত কড়ি পয় বিষয় যাহা হিন্দুবর্গের অবশ্য পরিবর্জ্জন প্রয়োজন তাহা লিপি করণ অবশিষ্ট আছে, অতএব সহসা ঐ পুস্তক সম্পূর্ণরূপে বিকাশ ও যন্ত্রারূঢ় করণে অশক্ত হইয়া উক্ত পুস্তকস্থ কন্যাপণ বিষয়ক প্রসঙ্গ প্রকাশ পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ মহোদয়গণ ইহা শ্রবণাবলোকন করিয়া অস্মদের শ্রম সাফল্য করুন, এবং পূর্ব্ববৎ ব্যবহারে গুণরূপ সার পরিগ্রহণ ও দোষরূপ অসার পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক বাধিত রাখেন. অনুমান করি বিজ্ঞ মহোদয়গণ অস্মদের নামধাম জ্ঞাপন জন্য বাঞ্ছিত হইতে পারেন অতএব বিদিত করিতেছি অস্মদ বৈদ্য কুলোদ্ভব নাম শ্রীকাশীনাথ দাস গুপ্ত, নিবাস ঢাকা প্রদেশস্থ বিক্রমপুরান্তর্গত [illegible] স্থান, ইদানীং ইংলণ্ডেশ্বরী সম্মান্যা মহা- রাণীর অধীনে [illegible] পদে নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত কুমুয়া এতদ্দেশে অবস্থান করিতেছি ।

নমো জগদীশ্বরায়

কন্যাপণ বিনাশিকা

পুস্তিকা।

মঙ্গলাচরণ।

ওহে দেব বিশ্বপতি, তুমি অগতির গতি,
করপুটে এমিনতি, তবপদে করি হে।
করি কৃপা দীনহীনে, করিবেন অন্তদিনে,
যেন তব নাম বিনে, অন্য নাহি স্মরি হে॥
ওহে দেব বিশ্বাত্মা, আমি অতি দীন নাথ,
তবে তোমা কহি নাথ, নাহি হেন সাধ্য হে।
পাপে পূর্ণ দেহ মম, আমি অতি নরাধম,
মন মত্ত করি সম, একান্ত অবাধ্য হে॥
মরণে যেরূপ মতি, সেইরূপ হয় গতি,
সত্য সত্য এভারতী, অদ্বিধা নিশ্চয় হে।
অতএব ভবপতি, পাদ পদ্মে এমিনতি,
মৃত্যুকালে যেন মতি, তব পদে রয় হে।

কন্যাপণ বিনাশিকা পুস্তিকা।

মম অতি কর্ম্ম দোষ, ভক্তিহীন মনঃ [illegible]
কিসে বল পরিতোষ, করিব তোমায় [illegible]
অধম পতিত জানে, যদি স্বীয় কৃপাগুণে,
ত্রাণ কর অন্ত দিনে, তবে মোক্ষ হয়।
আমি অতি মূঢ় জন, দীনহীন অকিঞ্চন
করি কৃপা বিতরণ, পাপ তাপ হর হে
বিনা তব পাদাশ্রয়, নহি এতু অন্য [illegible]
অতএব সর্ব্বাশ্রয়, আশ্রয় বিতর হে
বিনাশিতে কন্যাপণ, করি কিছু নিবেদন,
হরি এই আকিঞ্চন, আছে মম হৃদে হে।
কৃপাগুণে এ আশয়, পূর্ণ কর দয়াময়,
সকাতরে এ বিনয়, করি তব পদে হে।

ইদানীন্তনকালে কতিপয় প্রদেশস্থ [illegible] এক দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহা বর্ণন করিতে লেখনী বল-শালী দুর্ব্বলা এবং চিত্ত একান্ত ব্যাকুলিত হয়। উদ্বাহ কার্য্যে দুহিতার পণ গ্রহণ যাহা হীনজাতীয়েরাও অপমান জ্ঞান করে ইদানীন্তন রাঢ় বঙ্গ গৌড় এই স্থানত্রয় নিবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় ভদ্র জাতিই বাহুল্য রূপে অগ্রগণ্য হইয়াছেন মনে করেন না উল্লেখিত কর্ম্ম কত দুষ্কর্ম্ম এবং তদুদ্দেশে পরিশেষে কিপর্য্যন্ত পাপ ভাগী করিতে হইবে যথা।

উদ্বাহ তত্ত্বে, কাশ্যপ।

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্ব সুতাং লোভ মোহিতাঃ। আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহা কিল্বিষ কারিণঃ। পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তিচাসপ্তমং কুলং। গমনাগমনেচৈব সর্ব্বশুল্কোঽভিধীয়তে।

অর্থ।

যাহারা লোভ মোহিত হইয়া শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক স্বাত্মকন্যা প্রদান করেন তাঁহারা আত্মবিক্রয়ী পাপাত্মা হন ও তদ্দোষে এই সংস্কারাক্রান্ত হইয়া মহাপাপকারী হন এবং তাঁহারাই ঘোরনরকে পতিত হন আসপ্তমকুল পর্য্যন্ত বিনাশকারী হন, কন্যা গমনাগমনের পক্ষে যাহা গ্রহণ করা হয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা তাহাকেও শুল্ক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

আপস্তম্ব।

অন্নেনাপি হি শুল্কেন পিতা কন্যাং দদাতি যঃ। রৌরবে বহুবর্ষাণি পুরীষং মূত্র মশ্নুতে।

অর্থ।

যিনি মহামূল্য বিবিধ ধনস্বরূপ শুল্ক ব্যতিরেকে কেবল অন্নস্বরূপ শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা দান করেন তাঁহাকে রৌরব নামক নরকে বহুবর্ষ থাকিয়া মলমূত্র ভক্ষণ করিতে হয়।

শুদ্ধিতত্ত্বধৃত বচনং।

কন্যাং দদাতি শুল্কেন স প্রেতো জায়-
তে নরঃ ।।

অর্থ।

যিনি শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা-প্রদান করেন তিনি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে।

যঃ কন্যা পালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং
যদি। বিপদা ধনলোভেন কুম্ভিপাকং সগ-
চ্ছতি।। কন্যা মূত্র পুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পা-
তকী।। কৃমিভির্দ্দংশিতঃ কা[illegible] [illegible]
চতুর্দ্দশঃ।। মৃতশ্চ ব্যাধযোনৌ স [illegible]
নিশ্চিতং। বিক্রীণীতে [illegible] বহেত্তোব
দিবানিশং।।

অর্থ।

যিনি কন্যা প্রতিপালন করিয়া বিপদাপন্ন হইয়াও ধনলোভে শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা বিক্রয় করেন তিনি কুম্ভিপাক নামক নরকে যান, এবং ঐ কুম্ভিপাকে অবস্থিতি পূর্ব্বক কন্যার মলমূত্র ভক্ষণ করেন তিনিই পাতকী, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রস্থায়ি পর্য্যন্ত ক্রিমি কাক দংশিত হন এবং মরণান্তর ব্যাধযোনি প্রাপ্ত হইয়া মাংসভার বহনাদি ব্যাধ বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকেন।

শাস্ত্রান্তরে।

তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্র বিক্রয়ী ॥

অর্থ।

কন্যারূপ শুক্রবিক্রয়ী মনুষ্য যে দেশে বাস করে তাহার সংসর্গে সেই দেশটীও পতিতগণ্য হয়।

কন্যাপণ গ্রহণ করিলে যে কলুষ সমুদ্রে পতিত হইতে হয় তদ্বিবরণ উপরে লিপি করা হইল এইক্ষণে কন্যাদানে যে পুণ্য এবং ফল তাহা শ্রবণে কিঞ্চিৎ আনন্দসলিলে অবগাহন হইবে কন্যাদানের একান্ত প্রকৃতি জন্যে তদ্বিষয়ক কতিপয় প্রমাণ নিম্নে লক্ষণ করা যাইতেছে।

অগ্নি পুরাণে যম বাক্যং।

কন্যাং যেতু প্রযচ্ছন্তি যথাশক্ত্যা স্বলঙ্কৃতাং ব্রাহ্মবিবাহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তিতে। কন্যাদানন্তু সর্ব্বেষাং দানানাং উত্তমং স্মৃতং ॥

অর্থ।

যাঁহারা ব্রাহ্মবিবাহে অলঙ্কার শোভনা কন্যাকে যথাশক্তি যত্ন পূর্ব্বক প্রদান করেন তাঁহারা ব্রহ্মলোকে যান, কন্যাদান সকল দানের মধ্যে উত্তম ইতি।

কন্যাং যেতু প্রযচ্ছন্তি যথাশক্ত্যা স্বলঙ্কৃতাং। বিবাহকালে সংপ্রাপ্তে যথোক্ত সদৃশে বরে॥ ক্রমাৎ ক্রমং ক্রতু শত মনু পূর্ণং লভন্তিতে॥

অর্থ।

বিবাহ যোগ্য কন্যাকে সাধ্যমত অলঙ্কার ভূষিতা করিয়া উপযুক্ত পাত্রে যাঁহারা সম্প্রদান করেন তাঁহারা ক্রমেং শতং যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন॥

শ্রুত্বা কন্যা প্রদানন্তু পিতরঃ প্রপিতা মহাঃ। বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তিতে।

অর্থ।

কন্যাদান শ্রবণ মাত্র পিতা প্রপিতামহাদি, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

ইহ কীর্ত্তির্ভবেৎ স্বর্গঃ পরত্র দ্বিজ সত্তম। তিল রাশি কৃতো যাবদ্দিবাকর সমংখ্যকঃ। বর্ষান্তে গৃহ্যমানন্তু তিল একো ভবেদ যদা॥ গোঃ ক্ষয়ং লভবেত্তাবৎ ব্রহ্মলোকং সনাতনং॥

অর্থ।

দিবাকর সমসংখ্যক তিলরাশি হইতে বৎসরান্তে এক এক তিল গ্রহণ করিলে যতকালে সেই তিলরাশি ক্ষয় হয় ততকাল পর্য্যন্ত কন্যাদাতা স্বর্গাদি জনক অক্ষয় সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করেন এবং ইহলোকে কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন।

শতগব্যাঃ প্রমাণেন, সঙ্কুতে রোম সঞ্চয়ে, ॥
বিনীর্য্য তেন্তু যা লোকং বর্ষে পূর্ণে সুতাপ্রদঃ
তাবৎস্বর্গং লভেৎ গোপি যাবল্লোমশ্চ সং
য়ঃ ॥

অর্থ।

শতসংখ্যক গাভীর সঞ্চিত রোম পূর্ণ বর্ষে যৎকালে ক্ষয় পায় কন্যাদাতা তাবতকাল পর্য্যন্ত স্বর্গবাস করেন।

মহীদাতুশ্চ গোদাতুঃ কন্যাদাতুস্ত্রযোরথাঃ।
কন্যাদাত্রনুগাঃ পশ্চাৎ সমং যান্তি ব্রয়ো
রথাঃ ॥

অর্থ।

মহীদাতা গোদাতা এবং কন্যাদাতা দিগের রথত্রয় সমভাবে গমন করে বটে কিন্তু মহীদাতা ও গোদাতার রথদ্বয় কন্যাদাতার পশ্চাৎগামী হয় অর্থাৎ কন্যাদান পুণ্য প্রভাবে কন্যাদাতাই অগ্রগামী হন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

ব্রাহ্মে বিবাহে আহুয় দীয়তে শক্ত্যালঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিঃ ॥

ব্রাহ্ম বিবাহে আহ্বান পূর্ব্বক বরেতে যে কন্যা দান করা হয় তদ্গর্ব্ভজাত সন্তানই মাতৃ পিতৃ কুলের একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করে।

সম্বর্ত্ত সংহিতায়াং।

অলঙ্কৃত্বাতু যঃ কন্যাং বরায় সদৃশায়বৈ।
ব্রাহ্মীয়েন বিবাহেন দদ্যাত্তাস্তু সুপূজিতাং॥
স কন্যায়াঃ প্রদানেন শ্রেয়ো বিন্দতি পুষ্কলং। সাধুবাদং লভেৎ সদ্ভিঃ কীর্ত্তিং প্রাপ্নোতি পুষ্কলাং। জ্যোতিষ্টোমাদি সত্রাণাং শতং শতগুণীকৃতং। প্রাপ্নোতি পুরুষোদত্ত্বা হোম মন্ত্রৈঃ সংস্কৃতাং। অলঙ্কৃত্য পিতা কন্যাং ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ। দত্ত্বা স্বর্গ মবাপ্নোতি পূজিতস্ত্ত সুরাদিসু॥

অর্থ।

অলঙ্কৃতা ও সুপুজিতা কন্যাকে যথোক্ত বরেতে ব্রাহ্মবিবাহ দ্বারা যিনি দান করেন সেই কন্যা দানে নিত্য শ্রেয় এবং সজ্জন কর্ত্তৃক কীর্ত্তি প্রাপ্ত হন. যিনি হোম মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃতা কন্যা দান করেন তিনি শতজ্যোতিষ্টোমাদির শতগুণীকৃত ফল পান, যে পিতা ভূষণাচ্ছাদনাদি দ্বারা অলঙ্কৃতা কন্যা দান করেন তিনি স্বর্গ লাভ করিয়া দেবতাদিগের পুজ্য হন।

তাং দত্বাতু পিতাকন্যাং ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ
পুজয়ন স্বর্গমাপ্নোতি নিত্যমুৎসব বৃত্তিষু ॥

অর্থ।

ভূষণাচ্ছাদনাদি দ্বারা উৎসব বৃত্তিতে যিনি কন্যা দান করেন তিনি স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

উদ্বাহতত্ত্বধৃত বিষ্ণু পুরাণ বচনং।
বিশিষ্ট ফলদা কন্যা নিষ্কামানাঞ্চ মুক্তিদা।

অর্থ।

সাধারণরূপ কন্যা দানে দাতা বিশিষ্ট প্রকার ফল পান, নিষ্কামিদিগের মুক্তি প্রাপ্তিও হয়।

এতদবস্থায় মহাভারত স্বরূপা যে দুহিতা তাহাকে লোভ করত যে মানব পণ গ্রহণ পূর্ব্বক পাত্রস্থ করেন সে মানব কি মানব ও অন্তিমে পিতৃগণ সহ তাহার কি গতি হইবে তাহা বুদ্ধিস্থ হয় না, হায় কি পরিতাপ, এবম্প্রকার শাস্ত্র বিধি সত্বেও বহুতর স্থলে বহুতর মানবের ইত্যাকার ব্যবহার নেত্রগোচর হইতেছে যে স্বীয় কন্যা কি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইত্যাদির উদ্বাহকাল উপস্থিত হইলে কন্যা কর্ত্তারা বাণিজ্য দ্রব্য জ্ঞানে সর্ব্বদা তৎশুল্ক সংখ্যার উন্নতি বাঞ্ছা করেন, অবশেষ যে মানব অতিরিক্ত পণ প্রদানে অগ্রবর্ত্তী হন তাহাকেই কন্যা প্রদান করিয়া থাকেন উচ্চতর পণ প্রাপ্ত হইলে পাত্র অপাত্র কি সুপাত্র তৎপক্ষে কিঞ্চি-

আরও মনোযোগ করেন না, কন্যাকর্ত্তারা যাহার নিকট অধিক শুল্ক প্রাপ্ত হন সে ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ, বধির, বা অন্ধও হয় তথাচ সেই অযোগ্য পাত্রে পুত্রী সম্প্রদান করেন, বহুস্থলে এরূপ অবলোকন হইয়াছে পিতা কি ভ্রাতা অতি উচ্চ পণ গ্রহণ করা প্রযুক্ত বর যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও ঐ পণ অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও পরিশেষ কন্যা বরালয়ে গমন করিয়া অসন বসন অভাবে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ পূর্ব্বক নেত্রকে আক্ষেপ নীরসহ সংযুক্ত রাখিয়াছে হায় কি মনস্তাপ যে দুহিতা শৈশবাবস্থ শিশু অচে জ্ঞান বর্জ্জিত এবং বাক শক্তি রহিতা সেই দুহিতা প্রতি পিতাও এরূপ নির্দ্দয়তা প্রকাশ করেন।

হে মহোদয়গণ, দুহিতার পণ গ্রহণ বিষয়ক অপমান ব্যাপার এতদ্দেশে প্রবল হইবায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কুলে যে রূপ দুরবস্থা বিলোকিত হইতেছে এবং ক্রমশঃ হীন জাতীয়েরাও যে প্রকার নিন্দা করিতেছে তাহা প্রকাশ করিতে অত্যন্ত লজ্জাজ্ঞান হয়, পাঠকগণের দর্শন জন্য একটী বিষয় নিম্নে লিখিলাম।

কোন এক নদীতটে কতিপয় ভদ্র সন্তান সোপানে বসিয়া গাত্র মার্জ্জন করিতেছিলেন এমত সময়ে এক চর্ম্মকার তথায় উপনীত হইল কোন বৃদ্ধ চর্ম্মকারকে দেখিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক কহিলেন রে চর্ম্মকার দেখিস যেন

আমাদের সহিত স্পর্শনা হয়, চর্ম্মকার অতি সন্তোষান্বিত হইল, একথা শ্রবণ মাত্রই নম্রতা সহিত কর পুটে বলিতে প্রবৃত্ত হইল হে ভদ্র মহাশয়গণ যদি কৃপাপূর্ব্বক মনো যোগ হয় তবে বাঞ্ছা এই যে মহাশয়গণ সমীপে একটী বিষয় প্রশ্ন করি তাহাতে বৃদ্ধ বলিলেন সে প্রশ্ন কি, চর্ম্মকার বলিল আমরা যে পতিত ও অব্যবহার্য্য হইয়াছি তাহা কি দুষ্কর্ম্ম হেতু, বৃদ্ধ বলিলেন তোরা সর্ব্বদা চর্ম্মক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকিস সুতরাং তজ্জন্য পতিত ও অব্যবহার্য্য হইয়াছিস চর্ম্মকার বলিল যাহারা চর্ম্মক্রয় বিক্রয়ে পতিত হইয়া থাকে তাহারা একসহ মাংস বিক্রয়ে ও ভ্রষ্ট এবং অব্যবহার্য্য হয় কি না, বৃদ্ধ বলিলেন যাহারা মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে তাহারা চর্ম্ম বিক্রয়ী হইতেও অধিক পাপ শালীবটে ব্যাধাদি জাতিরা ঐ নিমিত্ত অব্যবহার্য্য হইয়াছে চর্ম্মকার বলিল যাহারা অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সন্তান বিক্রয় করিয়া থাকে তাহারা পাপী ও পতিত কি না, বৃদ্ধ বলিলেন তাহারা ব্যাধ ইত্যাদি হইতেও অধিক পাপাও পতিত, চর্ম্মকার বলিল তবে আপনার পার্শ্বস্থিত এই মহাশয় যে শতশত মুদ্রাপণ গ্রহণ পূর্ব্বক সমকক্ষ পাত্রে কন্যাদ্বয় অর্পণ করিয়াছেন ইনি কেন পতিত ও অব্যবহার্য্য হইতেছেন না ও ইহাঁর অন্নভক্ষণে আপনকার আচার ব্যবহার কিরূপে পরিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে, বৃদ্ধ এ বাক্য

শ্রবণে বাক্য রহিত হইয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে বলিলেন তোমার একথার যে সদুত্তর হয় তাহা আগত কল্য বলিব অদ্য গমন কর চর্ম্মকার বলিল ও কথা কথা নহে হে মহা মাংস বিক্রয় কারী এই মহাশয় কে আজ্ঞা করুন নচেৎ আমি যে ক্ষুদ্র পাতকী অর্থাৎ মাংস বিক্রয় করি না কিন্তু মৃত পশ্বাদির চর্ম্ম বিক্রয় করিয়া থাকি আমাকে ব্যবহার্য্য করুন মহাশয় অস্বীকার হইতে পারিবেননা অতি অল্পক্ষণ হইল আপনিই বলিয়াছেন যে চর্ম্ম বিক্রয়ী হইতে মাংস বিক্রয়ী অধিক পাপী এবং পতিত বটে অতএব আপনি যেরূপ বাক্যে হিলিত করিয়াছেন তদ্রূপ ব্যবহারেও প্রকাশ্য হউন অর্থাৎ কন্যা বিক্রয় কারী এই ব্যক্তিকে অপাংক্তেয় করুন যদি তাহা না করেন তবে যে প্রকার ইহ-কালে লোক কর্ত্তৃক নিন্দনীয় হইবেন তদ্রূপ পর কালেও উক্ত পতিত ব্যক্তি সহ সংসর্গকর অপ-রাধে নানা বিধ শাস্তি লাভ করিতে হইবে. বৃদ্ধ একথায় নিরুত্তর হইয়া বলিলেন আমার পূজার কাল অতীত হইতেছে অতএব অদ্য তুমি অবগাহন পূর্ব্বক গৃহে গমন কর কালান্তরে তোমার সহিত কথোপকথন হইবে। পরে চর্ম্মকার অবগাহন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রস্থান করিল। অতএব বিজ্ঞ মণ্ডলী একান্তই প্রণিধান করিবেন যে কথিত নিন্দা কিরূপ নিন্দা ও

তাহা সঙ্গত কি না, যাহাহউক কথিত হইল এ স্থানেও বিবেচিত হইয়াছে যে কন্যার বয়ঃক্রম দুই কি তিন বৎসর হইলেই তাঁহারা পাত্র পক্ষ হইতে ক্রমে পণ গ্রহণ করা হইতেছে, অতএব ইহা কিরূপ মূর্খতা ও অবিজ্ঞতার চিহ্ন যে তাহা বর্ণন ও লিপিকরণে রসনা এবং লেখনী উভয়েই অশক্তা হন, যাহাহউক যদি কেহ উক্তি করেন যে ভর্ৎসনা করিলে কি হইবে উঁহারা এরূপ দুর্বৃত্ত অমল যে তাহা শ্রবণ হইলে কিছুই জ্ঞান থাকেনা, তবে তৎপক্ষে উত্তর এইযে যাঁহাকে পরমেশ্বর কন্যা সন্ততি প্রদান করেন নাই তিনি কি অনশন দ্বারা দেহ যাত্রানির্বাহ করিতেছেন না ও পূর্ব্বকালে যে প্রকার দুহিত্রী বিক্রয়ের প্রথা ছিলনা তাহাতে কি তাহারা অনশনে মরণ ঘটিয়াছিল, এবং ইঁহারা যবন ইত্যাদি অন্য জাতীয়লোক এবং কান্যকুব্জ দ্রাবিড় ইত্যাদি নিবাসী ব্রাহ্মণেরা যে কন্যাপণ হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিরত বটেন তাহারদিগের কি অন্নাভাবে দেহ পতন হইতেছে অতএব এ স্থলে স্বর্ণময়ী বালিকার জ্ঞান উপাখ্যান সহ কন্যাপণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশ করা উচিত বোধে নিম্নে প্রকটন করিলাম, বাসনা করি পাঠকগণ ইহাতে মনোযোগ করেন অন্যান্য উপন্যাস লিখিত করার কারণ এই প্রথমতঃ ঐ উপন্যাস দ্বারাই স্বর্ণ ময়ীর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জ্ঞান প্রকাশ হয় অত-

এবং গুরু অতি উত্তম বিধায় সেই জ্ঞানের পরিচয় জন্য তৎ প্রস্তাব অত্রস্থলে বিন্যস্ত করা হইল।

পদ্মানদী তীরে কৃষ্ণনগর গ্রামে শিবচরণ শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার চারিটী সন্তান হয়, প্রথম শ্যামাকুমার নামক পুত্র অপর বিশ্বময়ী ও স্বর্ণময়ী নাম্নী কন্যা হয় ও শেষ কালে, শশিকুমার নামক দ্বিতীয় পুত্র জন্মে, কিয়ৎ কাল পরে সুলক্ষণা স্বর্ণময়ীর বয়ঃক্রম ষষ্ঠ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে ঐ বালিকার দৈবশক্তি বুদ্ধি উপস্থিত হয় তদ্দ্বারা অনবস্থাবশায় জ্ঞান প্রকাশক প্রসঙ্গ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, এক দিবস স্বর্ণময়ী বর্ষ চতুর্দ্দশ বয়স্ক স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশি কুমারকে সঙ্গে করিয়া ভবন পশ্চিমভাগে প্রতি বাসী জাতা অম্বিকা নাম্নী বালিকা সহ খেলা করিতেছিল ইতিমধ্যে কথায় কথায় স্বর্ণ কহিল আমার এই ভ্রাতার নাম শশি কুমার অম্বিকা বলিল ইহার নাম শশিকুমার নহে সুশীল বটে, হইতে হইতে এই বাক্য উপলক্ষে স্বর্ণ এবং অম্বিকায় বিলক্ষণ বিরোধ ঘটিয়া উভয় উভয়ের গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে অম্বিকার জ্যেষ্ঠ তাত পণ্ডিতাগ্রগণ্য হরকুমার ভট্টাচার্য্য মহোদয় উপস্থিত হইয়া ঐ কলহ শ্রবণে জিজ্ঞাসা করিলেন“ স্বর্ণ বিরোধ কেন” স্বর্ণ বলিল “ দেখুন আপনকার অম্বিকা আমার ভ্রাতা শশির

নাম সুশীল বলিতেছে সুতরাং তজ্জন্য বিরোধ ঘটিয়াছে,, অম্বিকা বলিল জ্যেঠা মহাশয় আমাদের বাটীর সকলেই এই বালককে শান্ত স্বভাব দেখিয়া সুশীল নামে সম্বোধন করিয়া থাকে অতএব আমিও উহাকে সুশীল নামে আহ্বান করিতেছি, শর্ম্ম বলিল না উহারনাম শশধর রাখিয়াছেন অতএব অম্বিকা যে ইহারনাম সুশীল বলে তাহা কোন মতেই সহ্য হইতে পারেনা, ভট্টাচার্য্য এসকল বাল্য কৌতুক দর্শনে হাস্য আস্যে কিঞ্চিৎ কাল মৌনভাবে থাকিয়া শশিকুমারকে বলিলেন বাপু অম্বিকাদিগের বা-টীতে ঐ যে আমলকী বৃক্ষ আছে তথায় গমন করিয়া কএকটী আমলকী আনগে, বালক ইহা শ্রবণ করিয়া তখনি নৃত্য করিতেকরিতে তথায় গেল তৎপরে ভট্টাচার্য্য বলিলেন অম্বিকে তুমি সুশীল নামে আহ্বান কর দেখি তোমার ভ্রাতা তোমারে ঐ নামে আইসে কি না, অপর অম্বিকা তদ্রূপ উচ্চ স্বরে সুশীল নামে আহ্বান করামাত্রেই বালক ঐ নাম শ্রবণে আসিছি শব্দ করিয়া কতিপয় আমলকী সহ ভট্টাচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইল পরন্তু ভট্টাচার্য্য ঐ বালককে পুনরায় বলিলেন বাবা তুমি তোমার বাটীতে গমন করিয়া কিঞ্চিৎ লবণ আনয়নকর তবেই তদ্দ্বারা তুমি আমি এই আমলকী ভক্ষণ করিতে পারিব, বালক ইহা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ধাবিত ভাবে বাটীতে

বলিয়া কিঞ্চিৎ দূরগেলে পর ভট্টাচার্য্য বলিলেন স্বর্ণ তুমি তোমার ভ্রাতাকে যে নামে সম্বোধন করিয়া থাক সম্বোধন কর দেখি সে নামে আসে কি না। পরে স্বর্ণ উচ্চস্বরে তাহাকে শশিনামে আহ্বান করিয়া শীঘ্র আসিতে বলিল, তদনন্তরে বালক ঐ নামেও আসি শব্দ প্রয়োগ করতঃ অবিলম্বে সভার নিকট উপস্থিত হইল ভট্টাচার্য্য একেকালে হৃষ্ট দৃষ্টি বলিলেন ইহার দুই নামই সত্য প্রত্যক্ষ হইল। উভয়ে বিবাদ ত্যাগকর স্বর্ণ বলিল ঐ রূপে উভয় নাম কিরূপে সত্য হইল ভট্টাচার্য্য বলিলেন তুমি ইহাকে শশি নামে আহ্বান করাতে যেরূপ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে তদ্রূপ অম্বিকা ইহাকে দুর্লভ নামে আহ্বান করাতে তাহার নিকটেও আসিয়াছে অতএব ইহার উভয় নাম থাকা কোনমতেই অস্বীকার করা হইতে পারেনা।

বস্তুত এ বালক মনে মনে বোধ করিয়াছে যে তোমরা ইহাকে শশিনামে আহ্বান কর ও অম্বিকারা উহাকে দুর্লভনামে আহ্বান করিয়াথাকে, স্বর্ণ এই বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবলম্বন করিয়া বলিল ভট্টাচার্য্য খুড়া যদি এক ব্যক্তির দুইনাম হওয়াই সম্ভব হয় ও দুইনামে আহ্বান করিলেই তাহাকে সাক্ষাৎ আনয়ন করা হইতে পারে তবে বলুন দেখি দক্ষিণের বাটীর গোস্বা-

ঐীদাদা বৈষ্ণব বিধায় শিবনামে ও উত্তরের নাটীর শিরোমণি দাদা শৈব বিধায় যবনামে ও তদ্রূপ আপনিও যবন দিগের ঈশ্বরেরনামে বিরক্ত হন কেন, আপনকার কি ইহা বিবেচনা হয় না যে পরমেশ্বরের তিনি কি তত্তৎ নাম অসন্তুষ্ট হইতে পারেন বিশেষ ইহাও অনুমান করা উচিত হয় যে যৎকালীন ই সন্তান বালকই তাহার উদ্দেশে দুই নাম লওয়া অভ্যোগ করিয়াও উভয়নাম তাহাতেই সেইরূপ হইতেছে তৎকালীন যিনি অন্তর্যামি সকলের মনের মর্ম্মজ্ঞাতা আছেন তিনি কি দোষ করিবে পারেন না যে তাঁহার উদ্দেশে নানাজাতীয় বি নানা দেশস্থায়িস্থ লোকে নানা নামে তাঁহাকে সম্মান করিতেছে ও তাহাতে কি তিনি তাহাদিগের প্রতি সদয় হননা অবশ্যই হইয়াথাকেন, বিশেষ এবিষয়ে অন্য এক উদাহরণও মনে উদয় হইল তদ্রূপ তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন, যথা স্বর্ণ পদার্থের নাম কেহ হেম বলিয়া থাকেন কেহকেহ সুবর্ণ বলেন ও তদ্রূপ অনান্য দ্বীপস্থ লোকেরা অনান্য প্রকার তাহার নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন কিন্তু যিনি যে নামই বলুন উপলক্ষ সময়ে হেম বক্তাও যে স্বর্ণলাভ করেন সুবর্ণ বক্তাও সেই স্বর্ণ প্রাপ্তহন. তদাকার অন্যান্য দ্বীপস্থ অনাঅন্য প্রকার নাম বক্তারাও সেই স্বর্ণ লাভ করিয়াথাকেন নাম প্রভেদে সুন্দর প্রভেদ

কখনও হইতে পারেনা সুতরাং এমত পতিকে আপন-কার উক্ত বিরোধ যে অতি পাপজনক বিরোধ ইহ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক মহাশয় পৃথক সম্প্রদায়ের কি পৃথক২ জাতির পরমেশ্বর যে পৃথক২ ইহাতো কোন শাস্ত্র কি যুক্তি ক্রমেই প্রতীতি হ ইতে পারেনা তবে নূতন দেখি ঈশ্বরের নামে এক্ষেণে আপনারা এপ্রকার বিশেষ উপস্থিত করিয়া লোকের মননষ্ট ও পাপপুষ্ট করিতেছেন যেমন, উহাঁরা উক্ত বালিকার এরূপ জ্ঞান ... শ্রব করিয়া ... হস্ত কপালে হস্ত প্রদানপূর্বক অমনি বসিয়া গেলেন এবং ... লোমাঞ্চ ও সর্ব্বাঙ্গ হইল ও নেত্রে আনন্দ অশ্রু ... হইতে লাগিল কিয়ৎক্ষণ পরে ... গ্রহণ করিয়া তাহারপ্রতি অনেক ... আশীর্ব্বচন প্রদান করিলেন এবং বলিলেন মা, আমার হৃদয় আকাশ অতি অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল অদ্য তোমার জ্ঞান সূর্য্যে উপদেশ তাহা দূর হইল অতএব নিশ্চয় বোধ করি তুমি সাধারণ মানবী নহ দেবকন্যা হইবা কেবল ... আমাদের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ... এই এক কর্ম্ম করিবা যৎকালীন আ... ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাই তৎকালীন তুমি কিছু সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিবা তাহা হইলে পাঠ শ্রবণে তোমার নানাবিধ শাস্ত্র অভ্যাস হইবে এইবলি

ভট্টাচার্য্য আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন এবং শর্ম্মের পিতাকে কথিত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলিলেন।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

রণময়ীর ভ্রাতা উক্ত শশিকুমারের বয়স যৎকালে পঞ্চম বৎসর হইল তৎকালে বিধিনির্ব্বন্ধক্রমে অকস্মাৎ ঐ বালকের মৃত্যু হওয়াতে মাতা সন্তান বিয়োগে অতি শোকাকুলা হইয়া সর্ব্বদা রোদনে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, পুত্রশোকে একবারে ক্ষিপ্তা হইলা, শোকে এরূপ অধৈর্য্যা হইলেন যে ভূমিই তাঁহার শয্যা হইল, দুহিতাকে অন্যান্য পাত্রে প্রদান না করিয়া কেবল ঐকে শশির এই আলয়েই নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন কশ্চিত সময়ে নিরাবিষ্টাতেও ঐকে [illegible] শশিরে কেন এই দাস্য বাঁধিবা রোদন করিয়া উঠিলেন স্বপ্নযোগে মাতার এরূপ শোকাবস্থা দৃষ্টে নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া বলিতে প্রবৃত্তা হইলেন মাতঃ শোক পরিত্যাগ কর শোক লোকের অপকারক ভিন্ন উপকার জনক নহে কেননা যে ব্যক্তির মৃত্যুতে রোদন করা হয় সে ব্যক্তি কখনো পুনঃ আগমন করে না বরং যিনি শোকাবিষ্ট হন তাঁহারই ইহকাল পরকাল নষ্ট হইয়া থাকে, মাতঃ কালের এরূপ স্বভাব যে উপস্থিত হইলে তাহার হস্ত হইতে কেহই নিস্তার পাইতে পারেনা এবং সেই কাল উপস্থিতির সময় না হইলে

শত আকিঞ্চনেও তাহা লাভ করা যাইতে পারেন যথা দর্শন কর এই যে আম্র বৃক্ষ এবৃক্ষ কালমতে অব-শ্যই ফল প্রদান করিয়া থাকে কিন্তু যখন কালের অভাব হয় তখন এবৃক্ষ সর্ম্পণে সহস্র প্রকার সাধন করিলেও ফলার্পণে সক্ষম হইতে পারেনা অতএব বিবেচনা করা উচিত যে সকলই কালের ধর্ম্ম, যাহাতে ধর্ম্ম কালের গতি কালের রীতি সুতরাং এমত অবস্থায় পতির মরণে, শোক করা অতি অনুচিত কেন না যৎ কালীন মৃত্যুর অন্ত কাল উপস্থিত হয় তৎকালীন তাহার রক্ষা কোন মতেই হইতে পারেনা যথা।

নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
ছিন্নঃকুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো নজীবতি॥

অর্থ।

শত শরেতে বিদ্ধ হইলেও কেহ অকালে মরে না কুশাগ্রেস্পৃষ্ট হইলেও কাল প্রাপ্তে বাঁচেনা।

হে মাতঃ তুমি কি কিছুই বিবেচনা করনা যে পৃথিবীর কার্য্য বিধাতা নির্বন্ধে কি নিয়মে চলিতেছে মনে কর ও রাষ্ট্রীর প্রসন্নদাদা, যে অচল বটেন যাহার নাভির নিম্ন সমুদায় শরীর অবশ অর্থাৎ শক্তি রহিত তিনি ঐ রূপ বিকল দেহ সত্ত্বে প্রায়ঃ প্রখরনর্দি কীর্ত্তি নাশার মধ্যস্থলে পতিত হইয়া কিরূপে রক্ষ পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে একাল রোগহীন বলবান

নানা পুরুষ যাঁহারা ঐ নদীতে পতিত হইয়াছিলেন তাঁহারাতো কেহই প্রাণে রক্ষা পাইলেন না মা মেহদাদা যে ভগিনীর জন সমাজে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে শ্রবণ করিয়াছি যে যৎকালীন তিনি নদীতে পতিতহন তৎকালীন বহুতর জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিলেন পরে যখন ভাসিয়া উঠিলেন তখন জ্ঞান হইল যেন কেহ তাঁহার উদরের নিম্নে অর্পন করিয়া উপরে ভাসাইয়া রাখিতেছে অতএব ঐ অবস্থায় প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত হইলে পর তিনি বালুকাময় এক স্থানে আসিয়া পতিত হন ঐ ভূমি নিকটে এক ধীবরের নৌকা গমন করে প্রার্থনা করণ এই বাক্য করাতে উক্ত নৌকার নাবিকেরা তাঁহাকে নৌকায় উত্তোলন করত বাটীতে আনিয়া দিয়াছিল।

মা তোমার মুখেই শ্রবণ করিয়াছি যে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু গোবিন্দচন্দ্র মহোদয় যখন উলুবেড়িয়াতে বিষয় কর্ম্ম করিতেন তখন তিনি এক দিবস কুপিত হইয়া স্বীয়ভৃত্যকে চপেটা ঘাত করার জন্য যেই উত্তোলন করিবায় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাকি গৃহস্থিত চেনিকায় ঠেকিয়া তাহার এক আঁস অঙ্গুষ্ঠে প্রবিষ্ট হয় ও তাহাতে এক রাত্রিমধ্যেই তাহার বাহু সহিত স্ফীত হইয়া পর দিবস রোগ ভোগে তাঁহার মরণ হইয়াছে অতএব বিবেচ-

নাকর প্রাণীর রক্ষা এবং ধ্বংস কি আশ্চর্য্য
পার, মাতা পৃথিবীতে দেহধারি যত আছে সক
লই রক্ষা এবং বিনাশ কর্ত্তা পরমেশ্বর, অতএব নি
দন যৎকালীন শশিকে স্মরণ হয় তৎকালীন তাঁ
পরিবর্ত্তে সেই মহেশ্বরকে স্মরণ করিলে ত
হইলে এরূপ শোক কুত্রাপিও প্রাপ্ত হইবে না।
পরকালে সেই বিশ্বেশ্বরের কৃপা ভাজন হই
পরম সুখলাভ করিতে পারিবা, মাতা এ কথা ন
শ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান লাভ করিলেন না ব
বিরক্তা হইলেন কতিপয় মাস অতীতে এক দি
স্বর্ণ অন্যান্য বালিকাগণ সহ পুত্তলিকা খেলা করি
ছিলেন তৎকালে মাতা সে স্থলে উপস্থিত হইলে
স্বর্ণ বলিলেন মা এসো আমারদিগের সহি
তুমিও খেলাকর মাতা বলিলেন শুন আমি
তোদের মতন বালিকা যে খেলা করিব স্বর্ণ বলিল
তোমার কি আমাদের মত বালিকা শরীর ক
ছিল না মাতা বলিলেন ছিল বটে কিন্তু এখন তা
নাই স্বর্ণ বলিলেন এইক্ষণ তাহা নাই কেন মা
বলিলেন বালিকা কাল অতীত হইয়াছে সুতরা
দেহ নাই স্বর্ণ বলিলেন তবে কাল পূর্ণ হইলেই
শরীর পরিবর্ত্তন হয় মাতা কহিলেন হাঁ যে জন্য
কাল নিরূপণ হইয়াছে সেই কাল অতীত হইলে সে
শরীর কদাচ থাকেনা অপর স্বর্ণ বলিল যদি সম্প্রা

ম ও আমি উভয়ে বাঞ্ছা করি পুনরায় তোমার ই বালিকা শরীর হউক তবে তাহা হইবে কিনা । বলিলেন কি বল তুমি আমি কেন শহস্র ক একত্র হইয়া বাঞ্ছা করিলেও এজন্মে আর শরীর হইবে না অপর স্বর্ণ বলিলেন যদি ইহাই য় হইল তবে বল দেখি তুমি শরীর বিনাশে শোক কেন মা, যৎকালীন স্বীয় জীবিত দেহ দ্বারাই প্র- নাশ হইতেছে যে কাল অতীত হইলে পূর্ব্ব দেহ তৎসম্পর্কীয় কান্তি পর্য্যন্তও থাকে না তৎকা- ল সেই দেহ জাত যে সন্তান তাহার দেহান্তর তাহা কি আশ্চর্য্য, ফলে কোন মতেই আশ্চর্য্য নহে তএব নিজের জ্ঞান রূপ ভাস্করকে হৃদয়ে উদয় রিয়া শোক রূপ তিমির সমূহকে দূরীভূত পূর্ব্বক য় ইষ্ট পদে হৃদয়ার্পণ কর তাহা হইলে ইহকাল রকাল উভয় কালে ভাল হইবে, মাতা এই সকল ান বাক্য শ্রবণ এবং স্বর্ণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে জ্ঞান উপ- দেশ যাহা হরকুমার ভট্টাচার্য্য সমীপে প্রচার হই- ছে তাহা স্মরণ করত চমৎকৃতা হইয়া সজল নয়নে স্বর্ণকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন ও বলি লেন মা তুমি জ্ঞান বাক্য যাহা বলিলে তদ্দারা আমার মনের প্রবোধ লাভ হইল কিন্তু সন্তা- নের মায়া তিমির এরূপ ঘোর যে তাহা সম্পূর্ণ রূপে কদাচ দূর হইতে পারেন। অতএব

যদি যৎকালীন আমার মুখ মলিন দর্শন করিবে তৎকালীন আমার ক্রোড়ে বসিয়া এপ্রকার জ্ঞান উপদেশ বলিবে তবেই আমি ক্রমেং শোক বিস্মৃত হইতে পারিব পরে স্বর্ণ ক্রোড় হইতে অবরোহণ করত অতি ভক্তিক্রমে মাতাকে প্রণাম করিলেন মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন স্বর্ণ প্রণাম কেন কর বলিলেন মা আমি যৎকালীন তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলাম তৎকালীন তোমার শরীর আমার পদস্পর্শ হইয়াছে সুতরাং তজ্জন্য প্রণাম করিলাম মাতা বলিলেন মাতৃ শরীরে শিশু সন্তানের পদস্পর্শে কি দোষ হইয়া থাকে স্বর্ণ বলিলেন সন্তান যাবৎ অজ্ঞান থাকে তাবৎ দোষ যুক্ত হয় না বটে কিন্তু সন্তান জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে যদি ঐ রূপ ব্যবহার করে তবে তাহাতে এত পাপঘটনা হয় যে তাহা হইতে মুক্তি দাত্রী সেই মাতা ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেনা হে মাতা মাতৃ গুণ কি বর্ণন করিব অনুমান করি যে ব্যক্তির কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান জন্মিয়াছে সেও যদি মাতৃগুণ স্মরণ করিতে থাকে তবে অমনি তাহার চিত্ত চমৎকৃত ও শরীর রোমাঞ্চ এবং অশ্রুপাতহয় যাহহউক মাতা কি পদার্থ ও কি রূপ গুরু তাহার প্রমাণ যাহা শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহার কোটি অংশের এক অংশ বিদিত করিতেছি শ্রবণ কর।

নারসিংহে।

নাস্তি ভার্য্যা সমং মিত্রং নাস্তিপুত্ত্র সমঃ প্রিয়ঃ। নাস্তি ভগ্নী সমা মান্যা নাস্তি মাতৃ সমো গুরুঃ॥

অর্থ।

যদ্রূপ ভার্য্যার সমান মিত্র নাই পুত্রের সমান প্রিয় নাই ভগ্নীর সমান মান্যা নাই সেই রূপ মাতার সমান গুরু নাই।

ন জামাতুঃ সমং পাত্রং ন দানং কন্যায়া সমং। ন ভ্রাতৃ সদৃশো বন্ধু র্নচ মাতৃ সমোগুরুঃ॥

অর্থ।

যদ্রূপ জামাতার সদৃশ পাত্র নাই কন্যা দানের সদৃশ দান নাই সহোদরের সদৃশ বন্ধু নাই তদ্রূপ মাতার সদৃশ গুরু নাই।

মাতরং পিতরঞ্চোভৌ দৃষ্ট্বা পুত্রস্তু ধর্ম্মবিৎ। প্রণম্য মাতরং পশ্চাৎ প্রণমেৎ পিতরং গুরুং॥

অর্থ।

এক স্থানে মাতা পিতা উভয়কে দেখিলে ধর্ম্ম বিৎ পুত্ত্র অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ পিতাকে প্রণাম করিবেন।

উপাধ্যায়ান দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা। সহস্রন্তু পিতৃণ মাতা গৌরবো নাতি রিচ্যতে।

মনুসংহিতা ২ অধ্যায় ২৭৫ শ্লোক।

অর্থ।

দশ উপাধ্যায় হইতে আচার্য্য, শত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা, সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতা অধিক গরীয়সী হন

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে।

গুরোরনুজ্ঞে যঃ পিত্রোঃ প্রকুর্য্যাদভিবাদনং অনুজ্ঞেয়া তথাপিত্রোঃ হরিং কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং॥

অর্থ।

যদি মাতা পিতা গুরু একত্র উপস্থিত হয়েন তবে পুত্রের সর্ব্বাগ্রে মাতা পিতাকে অভি বাদন করা যোগ্য কিন্তু পিতা মাতার আজ্ঞা লইয়া গুরুকে অভিবাদন করিবে সেই রূপ শালগ্রামাদি বিষ্ণুমূর্ত্তিরো হয় অর্থাৎ পিতা মাতার আজ্ঞা ব্যতীত দেবতাদিগকেও প্রণাম করা যায় না॥

মাতা স্বীয় কন্যার এ রূপ জ্ঞান উদ্রেক দৃষ্টে পুলকিতা হইয়া বহুতর আশীর্ব্বাদ করত স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

কন্যাপণ বিষয়ে উক্ত স্বর্ণময়ী হইতে যে আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হয় তৎ প্রস্তাব।

কিয়ৎ কাল অতীত হইলে পর স্বর্ণময়ীর পিতা শিবচরণ মহোদয় দ্বিশত মুদ্রাপণে সমকক্ষ এক বিপ্র-কুমার সহিত স্বর্ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিশ্বময়ীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন পঞ্চ শত মুদ্রাপণ গ্রহণ করত বিবাহের দিন স্থির হইল, স্বর্ণ পিতার এই কদর্য্য ব্যবহার দর্শনে মনেমনে নিতান্ত বিরক্তা হইয়া এ বিষয়ের কি সদুপায় কর্ত্তব্য তৎ চিন্তায় বিমুগ্ধা রহিলেন কিয়ৎ কাল অতীতে পিতা স্বীয় জননীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভোজন জন্য সমুদায় জ্ঞাতি বর্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন নিমন্ত্রণ দিবসে নদী হইতে ছয়টী ইল্লীশ মৎস্য আনয়ন পূর্ব্বক স্বগৃহে দিলেন তদবলোকনে স্বর্ণের মাতা ঐ মৎস্য কয়েকটী পরিষ্কার করণার্থ স্বর্ণের প্রতি অনুমতি করিলেন স্বর্ণ এই বাক্যঅনুসার বাটীর অতি সন্নিকটে যে নদীর ঘাট ছিল তথায় ঐ মৎস্য ধৌত করিতে গেলেন ইতিমধ্যে ঐ ঘাট তীরে কশ্চিত বানিজ্য কারীর নৌকা উপস্থিত হইল নাবিক উক্ত মৎস্য কতিপয় বিলোকন করিয়া বলিল হা আমরা এ রূপ মৎস্য পাইলাম না যদি পাইতাম তবে অবশ্যই ক্রয় করিতাম, স্বর্ণ এই বাক্য শ্রবণে বলিল আমাদের মৎস্য অধিক আছে এই মৎস্য যে মূল্যে ক্রয় হইয়াছে যদি তাহা দিতে পার তবে আমি এ

মৎস্য কয়েকটি তোমারদিগকে দিতে স্বীকৃত আছি, নাবিক এইবাক্য শ্রবণে লোভাক্ত হইয়া বিশেষ মর্ম্ম না জানিয়া মৎস্য মূল্য বহু গণ্ডা তাম্র মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক ঐ মৎস্য কতিপয় গ্রহণ করিল স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন নাবিক তোমাদের দেশে এমৎস্য মিলে কি না ও তোমার বাটী কোথায় এবং তোমার নাম কি? নাবিক বলিল আমার বাটী এই নদীর ওপার দুর্গাপুর গ্রাম ও নাম রাম ও হয় আমাদের দেশে এ মৎস্য পাওয়া গিয়া থাকে, কিন্তু নদী অতি দাবদান থাকা প্রযুক্ত সর্ব্বদা প্রাপ্তি হয় না, এই কথা সমাপন হইলে নাবিক তথা হইতে নৌকা চালন পূর্ব্বক গমন করিল, স্বর্ণ স্নান জন্য তথায় কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করত তৎপশ্চাৎ গৃহে আসিয়া ঐ ষষ্ঠ গণ্ডা তাম্র মুদ্রা মাতৃ সমীপে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন মা যে মৎস্য ছয়টী আমাকে ধৌত করিতে দিয়াছিলা তাহা আমি এক নাবিক সন্নিকটে বিক্রয় করিয়া তৎমূল্য এই কতিপয় তাম্র মুদ্রা আনিয়াছি মাতা এ বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময় পূর্ণা হইয়া কি দৈব কি দৈব এই বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন ও পোড়া কপালি কি করিয়াছিস্ এ কথা শুনিলে কর্ত্তাতো শুভে রাখিবেন না সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ এ রূপ বুদ্ধিও কি লোকের হয় এ প্রকার

কি লোকের ঘটিয়া থাকে, ভাল, বল দেখি যে সকল লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে তাহারদিগকে কি দিয়া খাওয়াইব হায় হায় এ বুদ্ধি তোরে কে দিল কোথায় দেখিয়াছিস যে ব্রাহ্মণ সন্তানে মৎস্য বিক্রয় করিয়া থাকে, যা যা যা দূর হ, কোন এক স্থলে যাইয়া গোপন ভাবে থাক্ নচেৎ অন্য কোন ক্রমেই তোর কল্যাণ নাই, স্বর্ণ এ সকল বাক্য শ্রবণে বাটী হইতে বহির্গতা হইয়া অন্য বাটীতে গোপন ভাবে রহিলেন, এ দিগে মাতা মৎস্য করস্থ করিবার মনসে লোক প্রেরণ করিয়া উক্ত নাবিককে অনেক অন্বেষণ করিলেন কিন্তু প্রাপ্ত হইলেন না স্বর্ণের জ্যেষ্ঠ পিতামহী যিনি অতি প্রাচীনা ছিলেন তিনি এ সকল কলহ শ্রবণ করত আস্তে ব্যস্তে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলেন যে পাকের কর্ম্ম কিছুই হয় নাই কেবল কলহ মাত্র হইতেছে অতএব নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

(অভিপ্রায় :)

পদ্য।

কোথা লো শারদার মা কেন্থই কৈলো। এ দিগে যে কাজ কর্ম্ম পড়ে রৈলো রৈলো রৈলো।

ছোট বৌ মেজো বৌ সকলে কি মৈল। দেখ না কি আকাশেতে বেলা কত হৈল হৈল হৈল।

অন্য অন্য মেয়্যের মত আমি মেয়্যো নৈহে । সেই জন্যে তোদের এত কাণ্ড মাণ্ড গেল গেল গেল ।

সুচতুরা মেজো বৌ কর্ম্মে গা দেলো । খাইয়ার সময়েতো প্রায় এলো এলো এলো

কি কি বিষয়ে তুই করিস কিলো । দেখিস না কি কারেতে যে চাউল গুলা লইলো ।

কি কহিব বিধাতারে কপালেতেছিল । সেই হেতু বৌ গুলা এত সাজা দিইল দিইল দিইল ।

শাশুড়ি এ যুক্ত গুলা যারে ইচ্ছা দেখিল । থাকিলেত পাকে অদ্য কত ভাল ছিল ছিল ছিল

গদ্য ।

ওগো বৌরা তোদের ভাব দৃষ্টে বোধ [illegible] করি যে এ নিমন্ত্রণে তোরা অবশ্য দুষ্কার্য্য করিবি এমত জ্ঞান আমি পোড়াকপালি হইয়ে দেখিতেছি এ বাটীর নিমন্ত্রণে যখন কেহ নিন্দা করিতে পারে নাই এখন তোদের কালে না জানি তাহা ঘটিয়া উঠে. ওলো মেজো বৌ সেজো বৌ ছোট বৌ তোরা কি অন্য কার্য্য আর শীঘ্র আয় কেহ তরকারি বানা কেহ কড়কটা চাপিতা আনা কেহ মসলায় হাত দে কেহ যাইয়া চুলা ধরিয়া দে দেখিস দেখিস মসলা যেন ভাল রূপ পেষা হয় তরকারি যেন ভাল রূপ ধোয়া হয় ব্যঞ্জনের কি কি বিবেচনা করিয়াছিস শাক কি কি আনাইয়াছিস ঘি তেল ভাল চাই তাতা [illegible] পাকে যশ পাইবি না

দেখিস কেহ নিন্দা করিতে না পারে, ও বড় বৌ তোর বুদ্ধি সুদ্ধি এ রূপ হইল কেন, আজ বাদে কাল শাশুড়ীর বিয়ে হবে বরের শাশুড়ী হবি এখনো তুই কেমন লো তুই দিন পর বিয়ের দিন হইলে জামাতা ব্যাই (বৈবাহিক) কতবার আসিবে তাহারদিগকে খাওয়ান দাওয়ানে কত কৌশল করিতে হইবে তা-হাতে তুই এখনো চতুরা হইলি না, কাল তুই কেমন লো আর আর বৌরা কত বুদ্ধি সুদ্ধি ধরে সুন্দর সুন্দর কর্ম্ম করে, তুই চার ছেলের মা হইয়া এখনো একটা ভূতের মত থাকিস তোর বাড়ী নিমন্ত্রণে কত লোক খাইতে আসিবে কোন মতে মন্দ হইলে কত মত নিন্দা করিবে তাহাতে তুই ভয় করিস না, ভাল তুই কেমন লো, ওলো বড় বৌ আর একটা কথা শুনিলাম তোর স্বর্ণ নাকি মাছ বেচিয়া আনিয়াছে, ভাল ভাল তুই যেমন পাগল, উঁহারেও সেই রূপ পাগলে ধরিয়াছিস পশ্চাৎ বৌ বর্গেরা শাশুড়ীর তর্জ্জন গর্জ্জনে নির্ব্বাক ও ভয় চিন্তা হইয়া আপন আপন কর্ম্মে প্রবর্ত্তা হইলেন কিঞ্চিৎ কাল অতীত হইলে স্বর্ণের পিতা গৃহে আগমন করিয়া স্বর্ণ কর্ত্তৃক সমুদায় মৎস্য কশ্চিৎ নাবিক নিকটে বিক্রয় হইবার বিবরণ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্বর্ণের প্রতি কুপিত হইয়া স্বর্ণ কোথায় ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন সকলে বলিল স্বর্ণ ভয়ে পলাইয়াছে স্বর্ণ পিতার অতি শ্রদ্ধার

পাত্রী ছিলেন সুতরাং তজ্জন্য পিতা স্বর্ণের প্রতি অধিক কোপ প্রকাশ করিলেন না অন্ন ব্যঞ্জন ইত্যাদি তাবত প্রস্তুত হইলে জ্ঞাতি এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি গণ উপস্থিত হইয়া সকলে একস্থলে ভোজনে বসিলেন যখন তাবতের অর্দ্ধ ভোজন হইল তখন স্বর্ণ ধীরেং আগমন করিয়া ঐ ভোজন সভার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন তন্মধ্যে পিতা স্বর্ণকে যথোচিত ভৎসনা করিয়া সভাস্থ গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন অদ্য এ ছুড়ি আমার জ্ঞাতি ভোজনের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে সভাসদগণ বলিলেন সে কি, পিতা কহিলেন অদ্য আপনারদিগের ভোজন জন্য কএকটী ইল্লীশ মৎস্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম তাহাতে এই ছুড়ী ঐ মৎস্য কএটী আইস নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধৌত করার জন্য নদীর ঘাটে নিয়া এক নাবিক নিকট বিক্রয় পূর্ব্বক মূল্যবর্দ্ধ গণ্ডা তাম্র মুদ্রা আনিয়াছে এই বাক্য শ্রবণে সভাস্থ তাবতে অতি বিস্ময় পূর্ণ হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন তন্মধ্যে কোন এক প্রাচীন স্বর্ণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন স্বর্ণ, আমরা তোমাকে জানি যে তুমি অতি জ্ঞানবতী তাহাতে তুমি এ কু কর্ম্ম কেন করিলে বিপ্রসন্তান হইয়া মৎস্য বিক্রয় করে ইহাতো কোন কালেই শ্রবণ করি নাই স্বর্ণ এই বাক্য শ্রবণে রোদন বদনা হইয়া বলিলেন হে মহাশয়গণ যদিচ এ বিষয়ের

...ত্তর সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান প্রদায়ক কিন্তু আমি ...হা বলিতে বাঞ্ছা করি না কেন না তাহাতে ...তৃ দোষ উল্লেখ হইবে পিতা এবং সভা সদগণ ...নবতী স্বর্ণময়ী হইতে আশ্চর্য্য জ্ঞান উপন্যাশ ...কাশ পাইবে বিবেচনায় বারম্বার বলিতে লাগি- ...ন তোমার যে উত্তর হয় তাহা অবশ্য বলিবা ...বিষয়ে তোমার ভয় নাই অধিকন্তু পিতা বলি ...ন যে উত্তরে জ্ঞানের উন্নতি হয় এ রূপ উত্তর প্র- ...নে সংকোচ করা বিধেয় নহে, হে স্বর্ণ শাস্ত্র এই যে ...র দ্বারা দোষ দর্শন হইলে তাহাও বাচ্য হইতে পারে ...বিরাট পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "শক্রো রপি গুণা ...া দোষা বাচ্যা গুরো রপি,, অতএব ঐ বিধি দৃষ্টে ...মি দৃঢ় রূপে অঙ্গীকার করিতেছি যদি তোমা কর্ত্তৃক ...ত্তর প্রদানে আমার দোষ উল্লেখ হয় তবে তজ্জন্য ...মার প্রতি কোপ করিব না ও তদ্বিষয়ে তোমার ...প হইবে না স্বর্ণ পিতার নিকট এ রূপ অভয় ...ক্য শ্রবণে নির্ভয় চিত্তে বলিলেন মহাশয়গণ আ- ...র প্রথম উত্তর এই সদসৎ ব্যবহার যাহা মাতা পিতা ...তে বিলোকন হয় তাহাই সন্তানেরা শিক্ষা করে ...না সভাস্থগণ এবং পিতা বলিলেন মাতা পিতার ...ার ব্যবহার যে রূপ দর্শন হয় সন্তানদিগের সেই ...ই শিক্ষা হইয়া থাকে, স্বর্ণ বলিলেন তবে আমার ...যে মৎস্য বিক্রয় হইয়াছে তাহা দুই দূষণীয় তে

পারেন, কেন না যৎকালীন দর্শন হইয়াছে যে পি মাংস বিক্রয় করিয়াছেন তৎকালীন আমি যে হার বালিকা, মৎস্য বিক্রয় করিয়াছি, ইহাতে আমার কি অপমান হইতে পারে, পিতা বলিলেন আম দ্বারা যে মাংস বিক্রয় হইয়াছে তাহা কি প্রকার! বলিলেন দিবস কতিপয় হইল আপনি আমার জ্যে ভগ্নীর বিবাহের কথা কহন মানাতম এক ধি কুমার সহিত স্থির করিয়া পঞ্চাশত মুদ্রাপণ করিয়াছেন সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখুন যে মা বিক্রয়ের আর অবশেষ কি আছে হে পিতঃ আপ কি কিঞ্চিন্মাত্রও মনে করেন না যে কন্যাপণ কি রূপ পাপ কর্ম্ম ও তাহাতে পর কালে কি পর্য নরক ভোগ করিতে হইবে দেখুন শাস্ত্রে কি লিখি ছেন।

উদ্বাহ তত্ত্বে, কাশ্যপ।

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্ব সুতাং লোভ মো হিতাঃ। আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহা কিল্বিষ কারিণঃ। পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তিচাসপ্তমং কুলং। গমনাগমনেচৈব সর্ব্বশুল্কোহভিধী য়তে।

অর্থ।

যাহারা লোভ মোহিত হইয়া শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্ব আত্মকন্যা প্রদান করেন তাঁহারা আত্মবিক্রয়ী পদ

ও তাহারা পাপ এই সংক্রান্ত হইয়া মহাপাপ-
হন এবং তাহারাই ঘোরনরকে পতিত হন আস-
কুল পর্য্যন্ত বিনাশকারী হন, কন্যা গমনাগমনের
যাহা গ্রহণ করা হয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা তাহা-
ও শুল্ক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, প্রকৃতি খণ্ডে।

কন্যা পালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং
যদি। বিপদা ধনলোভেন কুম্ভিপাকং স গ
চ্ছতি॥ কন্যা মূত্র পুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পা-
তকী॥ ক্রিমিভির্দ্দংশিতঃ কাকৈ র্যাবদিন্দ্রা
চতুর্দ্দশঃ॥ মৃতশ্চ ব্যাধযোনৌচ সলভেজ্জন্ম
নিশ্চিতং। বিক্রীণীতে মাংস ভারং বহেত্তোব
দিবানিশং॥

অর্থ।

যিনি কন্যা প্রতিপালন করিয়া বিপদ্যমান হইয়াও
লোভে শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা বিক্রয় করেন,
তিনি কুম্ভিপাক নামক নরকে যান, এবং ঐ কুম্ভি-
পাকে অবস্থিতি পূর্ব্বক কন্যার মলমূত্র ভক্ষণ করেন
তিনিই পাতকী, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রস্থায়ি পর্য্যন্ত ক্রিমি কা-
ক দংশিত হন এবং মরণান্তর ব্যাধযোনি প্রাপ্ত হইয়া
মাংসভার বহনাদি ব্যাধ বৃত্তিতে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন।
অপর কন্যাদান বিষয়ে ধর্ম্ম এবং সুকৃতি যাহা শাস্ত্রে

নিরূপণ হইয়াছে ও যাহা শ্রবণে চিত্তের একান্ত সন্তোষ লাভ হয় তাহাও বক্তৃতা করিতেছি শ্রবণ করুন যথা।

সম্বর্ত্ত সংহিতায়াং।

অলঙ্কৃতান্তু যঃ কন্যাং বরায় সদৃশায়বৈ ব্রাহ্মীযেন বিবাহেন দদ্যাত্তাত্তু সুপূজিতাং। স কন্যায়াঃ প্রদানেন শ্রেয়ো বিন্দতি পুষ্কলং। সাধুবাদং লভেৎ সদ্ভিঃ কীর্ত্তিং প্রাপ্নোতি পুষ্কলাং। জ্যোতিষ্টোমাদি সত্রাণাং শতং শতগুণীকৃতং। প্রাপ্নোতি পুরুষোদত্বা হোম মন্ত্রৈঃ সংস্কৃতাং। অলঙ্কৃত্য পিতা কন্যাং ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ। দত্বা স্বর্গ মবাপ্নোতি পূজিতস্তু সুরাদিভু॥

অর্থ।

অলঙ্কৃতা ও সুপূজিতা কন্যাকে যথোক্ত বরে ব্রাহ্মবিবাহ দ্বারা যিনি দান করেন সেই কন্যা দাতা নিজ শ্রেয় এবং সজ্জন কর্তৃক কীর্ত্তি প্রাপ্ত হন। যিনি হোম মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃতা কন্যা দান করেন তিনি জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের শতগুণীকৃত ফল পান। যে পিতা ভূষণাচ্ছাদনাদি দ্বারা অলঙ্কৃতা কন্যা দান করেন তিনি স্বর্গ লাভ করিয়া দেবতাদিগের পূজ্য হন

শ্রুত্বা কন্যা প্রদানন্তু পিতরঃ প্রপিতামহাঃ।
বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মলোকংব্রজন্তি তে

অর্থ।

কন্যাদান শ্রবণ মাত্র পিতা প্রপিতামহাদি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম লোকে গমন করেন।

উদ্বাহ তত্ত্ব ধৃত বিষ্ণু পুরাণ বচনং।
বিশিষ্ট ফলদা কন্যা নিষ্কামানাঞ্চ মুক্তিদা।

অর্থ

সাধারণত কন্যাদানে বিশিষ্ট ফল কিন্তু নিষ্কামি দিগের মুক্তি দায়িকা।

• অতএব এরূপ শাস্ত্র থাকিতেও যদি কথা বিধি কন্যা দান না করিয়া পণ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গ এবং মুক্তির পরিবর্ত্তে নরকাকাঙ্ক্ষী হন ও তদ্রূপ স্বর্গ ভোগের বিনিময়ে পিতৃগণ পক্ষে নরক ভোগ বিধান করেন তবে তাহা কি পর্য্যন্ত দুরূহ এবং দুঃখকর তাহা মহাশয়ই বিবেচনা করিতে পারেন, হে পিতা আপনি যে আমারদিগকে প্রাণ হইতে অধিক জ্ঞান করিতেছেন ও নানামত ক্লেশ পাইয়া আমারদিগকে অন্ন বস্ত্র প্রদান করিতেছেন, কিন্তু আমরা কেহই মহাশয়ের অন্তিম কালের সঙ্গী হইতে পারিবনা, বরং মহাশয়ের মরণ হইলে অগৌণে শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া বিমুখ ভাবে গৃহে আসিব তদ্ভিন্নের উপকারী এবং সঙ্গী বন্ধু এক ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য

কাহাকেই প্রাপ্ত হইবেন না, যথা ধর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

মৃত শরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমং ক্ষিতৌ
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মাস্তা মনুগচ্ছতি।

অর্থ।

মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া বান্ধব ব্যক্তি বিমুখভাবে গমন করে, কেবল ধর্ম্মই অনুগামী হন।

এমত অবস্থায় সেই ধর্ম্মকে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা একান্ত বিধেয়, তাহা না করিলে অন্তিমে এবং জন্মান্তরে কত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে তাহা বর্ণনাতীত, কে পিতা এই যে দেখিতেছেন কশ্চিৎ মানব অন্নাভাবে রোদন করিতেছে ও কেহ সানন্দ মনে অন্ন ভোজন এবং তাহা লোক সমূহে বিতরণ এবং কোন ব্যক্তি বহুতর ধন জন সহ অট্টালিকা বাস করত পরম সুখে দিন পাত করিতেছে ও কোন২ মনুষ্য উদর পোষণ জন্য যান উপলক্ষে ঐ সকল ধনি লোককে অহরহ স্কন্ধে বহন করিতেছে ইহার কারণপ্রতি যদি বিবেচনা করা হয় তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফল, যথা।

শান্তিপর্ব্বণি।

বাল্যে যুবা চ বৃদ্ধশ্চ যৎকরোতি শুভাশুভং।
গর্ভশয্যা মুপাদায় ভুঞ্জতে পৌর্ব্ব দৈহিকং॥

অর্থ।

বালক যুবা বৃদ্ধ ইঁহারা শুভাশুভ কর্ম্ম যাহা করেন তাঁহারদিগকে পুনরায় গর্ভ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব দেহের ফল ভোগ করিতে হয় অতএব এ সকল দৃষ্টে মনুষ্যের পরকাল চিন্তা করা অতি প্রয়োজনীয়, পিতা এই সকল জ্ঞান বাক্য এবং শাস্ত্র প্রমাণ শ্রবণ ও স্বীয় শিশু কন্যার পাণ্ডিত্য শক্তি দর্শন ও তদ্ভিন্ন কন্যা দ্বারা পূর্ব্বে অন্যং জ্ঞান উপদেশ প্রকাশ হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া একান্ত চমৎকৃত ও পরম পুলক প্রাপ্ত হইলেন, পরে ভোজনান্তে আচমন কার্য্য সমাপণ পূর্ব্বক গৃহীত কন্যাপণ পঞ্চাশত মুদ্রা গৃহ হইতে আনয়ন করিয়া কশ্চিৎ মান্য ব্রাহ্মণ সমীপে অর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন মহাশয় এই মুদ্রা অদ্যই বরের পিতাকে অর্পণ করুন ও তাঁহাকে বলুন আমি বিনা পণেই তাহার পুত্রে স্বীয় কন্যা অর্পণ করিব, পরে পিতা অতি আহ্লাদ ক্রমে স্বর্ণকে ক্রোড়ে করত আনন্দাশ্রু নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন মা আমি ধন্য আমার জন্মধন্য যে হেতু তুমি যে পরম জ্ঞান দাত্রী তোমাকে পুত্রী রূপে প্রাপ্ত করিয়াছি হে মাতঃ আমার দেহ সফল যেহেতু পরম ধন্য

তোমাকে কন্যা ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি, হে জনা-
জ্ঞান প্রদায়িনি, শ্রুত আছি যে ধর্ম্মিক এবং জ্ঞানবান
সন্তান দ্বারা পিতৃকুল অবশ্যই উদ্ধার হইয়া থাকেন
কিন্তু তাহা দর্শন ছিলনা, অদ্য তোমার দ্বারা তাহা দেখি-
লাম তুমি আমাকে এবং আমার পিতৃকুলকে নরক হই-
তে উদ্ধার করিলে, কন্যা এই সকল বাক্য শ্রবণ করত
ক্রোড় হইতে অবরোহণ করিয়া সজল নয়নে বলিলেন
হে পিত আমি অতি জ্ঞান হীন পাপ পরায়ণা যে হেতু
তজ্জন্য আমার দ্বারা পিতৃ দোষ বর্ণন হইয়াছে, হে পিতঃ
আমি অতি ধর্ম্ম গর্হিনী পাপকারিণী যে হেতু অদ্য
উন্মাদিনীর ন্যায় পিতৃ পক্ষে অকথনীয় কথা সকল
প্রয়োগ করিয়াছি হে পিত আমি আপনাকে কর্কশ
বলিয়াছি পাপ করিয়াছি অতএব বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণোক্ত
পিতৃস্তব পাঠ পূর্ব্বক সপ্রণামে প্রার্থনা জানাইতেছি
আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন স্বর্ন ইহা বলিয়া
সজল নয়নে অতিভক্তি ক্রমে প্রত্যেক স্তব পাঠ করিয়া
প্রত্যেক বারে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতাকে প্রণাম করিতে
লাগিলেন ও এই স্তব পাঠ করিলেন।

নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেব ময়ায়চ। সুখ
দায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে॥

অর্থ।

সর্ব্ব দেবময় সর্ব্বসুখ সুপ্রসন্ন সুপ্রীত মহাত্মা জন্ম
দাতা পিতাকে নমস্কার করি।

সর্ব্ব যজ্ঞ স্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে। সর্ব্ব-
তীর্থাবলোকায় করুণা সাগরায়চ॥

সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপ স্বর্গ স্বরূপ ইত্যর্থে আনন্দময় পর মাত্মা স্বরূপ সর্ব্বতীর্থাবলোক করুণাসাগর পিতাকে নমস্কার করি।

নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ।
সদা পরাধঃ ক্ষমিনে শুভদায় সুখায়চ॥

অর্থ।

সদা সুতোষ শিবরূপ এবং সর্ব্বদা অপরাধ ক্ষমি সুখদায়ক সুখস্বরূপ পিতাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥

অর্থ।

এই দুর্লভ মনুষ্য শরীর যাহাতে ধর্ম্মার্থ লাভ সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই মনুষ্যদেহ যে পিতা হইতে লাভ করিয়াছি সেই পিতাকে ভূয়া ভূয়ঃ নমস্কার করি।

তীর্থস্নান তপো হোম জপাদি যস্য দর্শনং।
মহাগুরুশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ॥

অর্থ।

যদ্দর্শনে তীর্থ স্নান ও তপ হোম জপাদির ফল লাভ হয় এবং গুরুর গুরু পিতাকে নমস্কার করি।

যস্য প্রণাম স্তবনাৎ কোটীশঃ পিতৃ তর্পণং॥
অশ্বমেধ শতৈস্তুল্য তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥

অর্থ।

যাঁহার স্তব প্রণাম অন্য কর্ম্ম হইতে কোটিগুণ হয় এবং ভক্তি পুর্ব্বক পিতৃ তর্পণ করিলে শত অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায় এমন সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ পিতাকে নমস্কার করি।

ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎপ্রয়তো নরঃ। প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেপি চ॥ স্বজন্ম দিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোপিবা। নতস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাঞ্ছিতং॥

অর্থ।

এই পিতৃস্তব যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত যত্ন পুর্ব্বক পাঠ করেন এবং আপনার জন্ম দিবসে কিম্বা পিতৃ শ্রাদ্ধদিনে অথবা জীবিত পিতার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করেনতাহার বাঞ্ছিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কিছু মাত্রই দুর্ল্লভ নহে।

নানাপ কর্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ। সধ্রুবংপ্রবিধায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং সুখী ভবেৎ। পিতুঃ প্রীতি করো নিত্যং সর্ব্ব কর্ম্মাণ্যথা ইতি

অর্থ।

যে পুত্র সহস্রং অপকর্ম্ম করে কিন্তু প্রত্যহ ভক্তি পুর্ব্বক পিতৃ স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকে সেই পুত্র নি-

পচত্ত রূপে সম্যক প্রায়শ্চিত্ত বিধানানুসারে নিষ্পাপ হইয়া সুখী হয় যেহেতুক এই পিতৃ শ্রাদ্ধে পিতার প্রতি প্রীতি কারক এতৎ পাঠে জগৎ পিতার পরিতুষ্টি জন্মে সুতরাং অসৎ কর্ম্ম করিয়াও ভক্তিমান পুত্র সর্ব্ব কর্ম্মাধিকারী হয়।

সভাসদগণ সপ্তম বর্ষীয় বালিকার এ রূপ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এবং পিতৃ ভক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বারম্বার উচ্চস্বরে ধন্য ধন্য ধন্য শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন তৎশ্রবণে বৃদ্ধাস্ত্রী লোকেরা সম্মুখে উপস্থিতা হইয়া চিরজীবী হও চিরজীবী হও এই রূপ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন তৎ সময়ে স্বর্ণের মূর্ত্তি এবং জ্ঞান দর্শনে বোধ হইল যেন কোন দেব-কন্যা স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া শিবচরণ মহোদয় কে পিতৃ সম্বোধনে কৃতার্থ করিতেছেন।

পিতা এই সকল স্তব এবং ধন্য বাদ শ্রবণে অধিক-তর সন্তোষ ও জ্ঞান লাভ করত আনন্দাশ্রু নিক্ষেপ পূর্ব্বক সভাস্থ গণকে বলিলেন, হে মহাশয়গণ আপ-নারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার এ বালিকা দীর্ঘ জীবিতা হয়, আমি যেন কন্যাকে বর্ত্তমানা রাখিয়া মৃত্যুলাভ করিতে পারি, আমি বোধ করিতেছি যদি আমার এ কন্যা দীর্ঘকাল জীবিতা থাকে তবে ইহার দ্বারা নানা বিধ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ অবশ্যই লাভ করিতে পারিব, সভাস্থ ব্যক্তিগণ

র্ণাকে নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তৎ পিতাকে বলিলেন মহাশয় আপনি পূর্ব্ব জন্মে বহুপুণ্য করিয়াছিলেন তৎফলে এই মহামান্যা কন্যা লাভ করিয়াছেন বোধ হইতেছে এ কন্যা সাধারণ মানুষী নহেন দেবাত্মজা অথবা গন্ধর্ব্ব কুলজা হইবেন, নচেৎ এ রূপ কে কোথা বিলোকন করিয়াছেন যে সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা দ্বারা এ প্রকার জ্ঞান বাক্য ও পাণ্ডিত্য এবং পিতৃভক্তি বিকাশ হইয়াছে, অবশেষে স্বর্ণ তাবত্ত সভাসদগণকে যথা বিধি অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন হে মহাশয়গণ কন্যাপণ গ্রহণ অতি জঘন্য কর্ম্ম তৎপ্রমাণ সমূহ পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি অধিকন্তু যাহা দর্শন করিয়াছি তাহাও লিখিত করি শ্রবণ করুন কিৎ যৎকাল অতীত হইল আমার মাতুলের ভগ্নী শ্বীয় শ্বশুরালয় হইতে আমাদের বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন তৎসময়ে শীত বস্ত্রাভাবে তাঁহার শীত কষ্ট দর্শন করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ভগ্নি তোমার শীতবস্ত্র নাই কেন তাহাতে তিনি সজল নয়নে বলিলেন তাঁহার শ্বশুরের হস্তে যাহা ছিল তদ্দ্বারা সমুদায় সঙ্কুলন নাহওয়া প্রযুক্ত ভূমি পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া ভগ্নীর পণ প্রদান করিয়াছেন সুতরাং এইক্ষণে যাহা উপার্জ্জন করেন তদ্দ্বারা অন্ন বস্ত্র এবং ঋণ পরিশোধ বিশেষরূপে নির্ব্বাহ হয় না কাজেই যেরূপ ভগ্নীর তদ্রূপ তাহার শ্বশুরাদিরও বস্ত্র ইত্যাদির

অতি ক্লেশ হইয়াছে ঐ বাক্য শ্রবণে অদ্যাপিও খেদানলে যে রূপ দগ্ধ হইতেছি তাহা ব্যক্ত করা অতীব দুঃসাধ্য হে মহাশয়গণ কন্যাসমূহকে ও স্ত্রীবর্গকে যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন না করিয়া যে দুঃখ প্রদান করা ইহা অতি পাপ কর্ম্ম ও এই কলুষ কর্ম্ম যে পুরুষ করেন অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্মে সে পুরুষকে উক্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেনা যথা।

পিতৃভি র্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভি র্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণ মীপ্সুভিঃ॥
মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায় ৫৫ শ্লোক।

অর্থ।

পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর, প্রভৃতি যাঁহারা মঙ্গল বাঞ্ছা করেন তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখিবেন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিবেন।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাক্রিয়াঃ॥
ঐ অধ্যায় ৫৬ শ্লোক।

অর্থ।

যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখে দেবতারা সে পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের সমাদর নাই তথায় যজ্ঞ দানাদি সকল ক্রিয়াই বিফলা হয়।

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কু-
লম। ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি স-
র্ব্বদা।

ঐ অধ্যায় ৫৭ শ্লোক।

অর্থ।

যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ পায় সে পরিবার ত্বরায় উচ্ছন্ন যায় যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ না পায় সেই পরিবারের সতত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়।

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজি-
তাঃ। তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ

ঐ অধ্যায় ৫৮ শ্লোক।

অর্থ।

স্ত্রীলোক অনাদৃতা হইয়া যে সমস্ত পরিবারকে অভিশাপ দেয় সেই সকল পরিবার অভিচার গ্রস্তের ন্যায় সর্ব্ব প্রকার উচ্ছন্ন যায়।

পণ গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা পাত্রস্থ করিলে যে কত প্রকার প্রত্যবায় হয় তাহা বর্ণন করা অতীব দুঃসাধ্য কেননা পণ গ্রহণই মহাপাপ অধিকন্তু তন্মধ্যে আরো পাপ এই যে পণ পোট্টলী গ্রহণ করত বিবাহ সময়ে কন্যায় দান বাক্য উল্লেখ করা হয়, কন্যা পর্য্যাপ্ত কোটি ব্যক্তি ব্রাহ্মণসভা মধ্যে নারায়ণ সম্মুখে তাম্র তুলসী

স্পর্শ করত বলিয়া থাকেন অমুকস্য প্রপৌত্রী অমুকস্য পৌত্রী অমুকস্য পুত্রী অমুকা নাম্নীকে অমুককে দান করিতেছি অতএব বিবেচনা করুন যে শপথ পূর্ব্বক দান ঘটিত এপ্রকার মিথ্যা বাক্য কিরূপ দোষকর ও কলুষ প্রদায়ক কেননা যে বস্তুর পণগ্রহণ করা হইয়াছে সেই বস্তু কি দান বাক্যে পণ দাতাকে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যদি তাহাই হয় তবে বণিক্ করিয়া পণগ্রহণ পূর্ব্বক যে বস্তু বিক্রয় করে তাহারাও সেই বিক্রীত বস্তুদান বাক্যে পর্য্যাপ্ত করিতে পারে হে মহাশয়গণ এ বিষয় মনে করিলে যে রূপ দুঃখ বোধ হয় তাহা অভাব বাহুল্য কেননা একতো পণগ্রহণ করাতেই সপ্তম কুল পর্য্যন্ত নরকে গমন করেন অধিকন্তু শপথ পূর্ব্বক দান প্রসঙ্গে মিথ্যা বাক্য উল্লেখ করাতে কত পুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃ লোককে নরকে প্রেরণ করা হয় তাহার সংখ্যা কি! এ শপথ বাক্যে কেবল পণ গ্রাহক ব্যক্তিই পিতৃগণ সহ নরকে গমন করেন এমত নহে পুরোহিত বর্গ যাঁহারা মিথ্যা বাক্য পাঠে সাহায্য করেন তাহারাও পিতৃগণ সহ নরকগামী হন কেননা শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য ব্যবহারী ও তাহার সাহায্য কারী উভয়েরই সমতুল্য পাপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বিশেষ ইহাও অসম্ভব হইবেক না যে ঐ রূপ উদ্বাহ কার্য্যে স্ত্রী পুরুষ যাহারা অর্থ প্রদানে অথবা কায়িক শ্রম দ্বারা কন্যা কর্ত্তাগণকে

সাহায্য কারী হয়েন কিম্বা নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক তদালয়ে সমাগত হওত ভোজন ইত্যাদি উপলক্ষে উৎসব প্রকাশ করেন তাঁহারা উক্ত দুষ্কর্ম্মে সাহায্য ও সাহায্য প্রকাশ করা প্রযুক্ত পাপাংশী বটেন।

হে মহাশয়গণ যে ব্যক্তি শত শত মুদ্রা কন্যাপণ গ্রহণ করতঃ স্বীয় পিতৃগণ সহ নরক গামী হন সে ব্যক্তির জন্য অধিক খেদ করি না কেননা অর্থলাভ বাহুল্য রূপে করিয়া থাকেন সুতরাং তদ্বিনিময়ে নরক ভোগ অন্যায্য বক্তব্য হইতে পারেনা কিন্তু আক্ষেপ এই যে যাহারা উক্তপণ মুদ্রা লাভ করেন না ও কোনক্রমে সেই মুদ্রার অংশী নহেন তাঁহারা কেন উক্ত পণ গ্রহণ কারি ব্যক্তির অনুরোধে বিবাহ কার্য্যে সাহায্য এবং উৎসব প্রকাশ করিয়া ও তদ্রূপ বিবাহ অন্তে পণগ্রহণ কারী পতিত ব্যক্তির সহিত আহার ব্যবহারে অগ্রগণ্য হইয়া অকারণ পিতৃগণ সহ নরক কুণ্ডে নিপতিত হন যদি কেহ বক্তৃতা করেন যে পণাংশ গ্রহণ ভিন্ন কেবল সাহায্য ও আহার ব্যবহার ইত্যাদি করিলেই কি হইবে তবে তৎপক্ষে উত্তর এই যে তৎকালীন কন্যাপণ গ্রহণীয় দোষ জন্য পণ গ্রহণ কারি ব্যক্তি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রাদি পর্য্যন্ত নরকে বাস করেন তৎকালীন উক্ত পণ ঘটিত মূলকার্য্য যে বিবাহ সেই সাহায্য এবং উৎসব প্রকাশ করিলে অথবা ঐ রূপ পণ গ্রহণ কারি মহাপাপি সহিত আ-

হইতেছেন না কোন এক শাসন নিরূপণ করিতেছেন না, কেহ কিছু বলিতেছেন না ও সপিণ্ড মধ্যে কেহ কন্যাপণ গ্রহণ করা প্রযুক্ত অনেকের পিতৃ কুল যে স্বক্ষেপে যথা শাস্ত্র নরকে নিপতন হইতেছেন তাহাও মনে করিতেছেন না, হে বিজ্ঞ মহোদয়গণেরে পাপে ক্লেশ পর্য্যন্ত পতিত মনায়মান হয় এরূপ পাপ নিবারণ বিষয়েও কি আপনারা মনোযোগী হইবেন না, যদি তাহা না করেন তবে বলুন দেখি আপনারদিগের বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা কিরূপে স্থির থাকিবে ও লোকেই বা আপনারদিগকে বিজ্ঞ বিচক্ষণ কেন বলিবে ও মধ্যকালীন ধর্ম্মরাজ সমক্ষে প্রশ্ন হইবে যে তোমরা এরূপ কলুষ কর দুষ্কর্ম্মের সঙ্গী কেন হইলে তৎকালীন কি উত্তর করিবেন ? হে বিজ্ঞগণ যিনি যে কর্ম্মই করুন সকল কর্ম্মেরই পরকালে ফল ভোগ আছে, তজ্জন্যই পারদর্শি মহোদয়েরা কর্ম্মকে পাপ পুণ্য কারণ জ্ঞান করিয়া নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো ইত্যাদি বাক্য উল্লেখে কর্ম্ম সমূহকে নমস্কার করিয়াছেন ও পূর্ব্ব দেহ ঘটিত কর্ম্মের ফল বর্ত্তমান কালে যে লাভ হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে শাস্ত্র ঘটিত এবং চাক্ষুস প্রমাণ পূর্ব্বে পিতার প্রবোধজন্য বিদিত করা হইয়াছে, অতএব নিবেদন, কথিত বিবরণ প্রণিধান করিয়া যাহাতে উক্ত দুষ্কর্ম্ম নিবারণ হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন, সভাজন গণ এই সকল জ্ঞান বাক্য শ্রবণ

গোমাংশু শরীর ক্ষত স্বর্ণ প্রভৃতি অনেক ধন্যবাদ প্র-
দান করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে সর্ব্বমান্য অতি
প্রাচীন কোনশিরো দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন মা,
অদ্য আমাদের সার্থক জীবন ও শুভাগমন যে
হেতু তোমার কৃপায় পরমার্থ জ্ঞান বিশেষ রূপে
প্রাপ্ত হইল. যাহাহউক আমরা অতি দৃঢ়রূপে
তোমার সমীপে এবং শিরো সভাতে অঙ্গীকৃত
হইতেছি আমাদের কুলে যিনি কন্যাপণ গ্রহণ
করিবেন তিনি একান্তই ত্যাজ্য হইবেন কুত্রাপিও
তাঁহার সহিত আমাদের আহার ব্যবহার করা হই-
বেক না, তদ্ভিন্ন ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ঐ
রূপ পণ গ্রহণীয় বিবাহ কার্য্যে কন্যা কর্ত্তাপক্ষে যে
ব্যক্তি সাহায্য কি উৎসব প্রকাশ করিবেন তাঁহাকেও
একরূপে শাসন করিতে হইবেক, যে তিনি অস্মদ বর্গের
ভোজন সভায় কুত্রাপিও প্রধান পঁক্তিতে উপবেশন
করিতে পারিবেন না, নিতান্তই তাঁহাকে অপ্রধান
পঁক্তিতে ভোজনাসন গ্রহণ করিতে হইবেক, সভাস্থ
অন্যান্য ব্যক্তিগণ অতি হর্ষক্রমে উক্ত রূপ প্রতি-
জ্ঞাতে একান্ত সম্মত হইয়া স্বর্ণের অনেক প্রশংসা
বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ইতি মধ্যে স্বর্ণ
তাম্র মুদ্রা যাহা নাবিক হইতে গ্রহণ করিয়াছি-
লেন তাহা আনয়ন করত বলিলেন মহাশয়গণ
পুরাণে শ্রুত আছি যে পরমার্থ জ্ঞান প্রকাশ্য

জন্য অনেকে অনেক ছন্ম বেশ ধারণ করিয়াছেন অতএব আমার মৎস্য বিক্রয় ও তদ্রূপ জ্ঞান করি- য়েন, ভাল বিবেচনা করিয়া দেখুন যথার্থ পক্ষে আমি মৎস্য বিক্রয় করি নাই কেননা যদি আমার দ্বারা সেই মীন বিক্রয় করাই হইত তবে বিক্রয়ের নিয়ম লব্ধ গ্রহণ তাহাও করিতাম, সৎকালীন তাহা হয় নাই ও যে মূল্যোক্রয় হইয়াছিল সেই মূল্য গ্রহ- ণেই আমি মৎস্য অর্পণ করিয়াছি তৎকালীন ঐ মৎস্য কুত্রাপিও বিক্রয় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না বিশেষ ইহাও বিবেচনা করা উচিত যদি এরূপ মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক মৎস্য অর্পণ করিলেই তাহা বিক্রয় মধ্যে গণ্য হয় তবে যে মূল্যে ক্রয় হইয়া থাকে সেই মূল্য গ্রহণ দ্বারা ক্রীত মৎস্যের অংশ প্রদানের যে প্রথা দর্শন হইতেছে তাহা অদোষ নিয়ম হয় কেন। যাহাহউক যদি তদ্বিষয়ে মহাশয়গণ একান্তই পাপ বোধ করেন তবে মানস এই যে এইতাম্র মুদ্রা যষ্ঠ গণ্ডা যাহা ও পারের দুর্গাপুর গ্রামস্থ রামমোহন নাবিক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা তাহাকে প্রদত্ত হয় তদনুসারে পিতা তৎক্ষণাৎ উক্ত তাম্র মুদ্রা কতিপয় রামমোহনের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং সভাভঙ্গ, পরে তাবতে আপনং আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

হে দেশীয় মহাশয়গণ, কন্যাপণ গ্রহণ করা কি প্রকার দুষ্য আপনারদিগের নিস্তারপ্রাপ্তি জন্য উপরে তাহাই লিখিলাম, এইক্ষণে কন্যাপণ গ্রহণ বিষয়ক শোক সূচক কয়েক পংক্তি পদ্য আপনারদিগের দর্শনার্থ প্রকাশ করি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে শ্রম সাফল্য জ্ঞান করিব।

পয়ার।

কি বলিব কন্যাপণ গ্রহণ আচার। যাহাব বিক্রমে সর্ব্ব দেশে হাহাকার॥ যার অভিশাপে হিন্দুকুল হয় ধ্বংস। হেন বিপ্রে সেই পণে করিল নির্ব্বংশ॥ তথাপি না হয় সেই পণ বিবর্জ্জন। হায় কি বিষম কাণ্ড কন্যা প্রতি পণ॥

যে পণ গ্রহণে হয় দেশের পাতিত্ব। তাহার উৎসাহে প্রায় সকলে প্রমত্ত॥ চিন্তা নাই তাহাতে যে পাপ হয় অতি। যে কলুষে পরকালে হইবে দুর্গতি॥ তিলার্দ্ধ ও সে পাতকে না করে স্মরণ। হায় কি বিষম কাণ্ড কন্যা প্রতি পণ॥

অকুলীন পক্ষে পুত্র বিষ তুল্য হয়। না থাকিলে বিবাহের জন্য অর্থ চয়॥ না দিলে বিবাহ হয় কুকর্ম্মেতে রত। কার্য্যতই বিষ তুল্য বিচার সম্মত॥ পণ জন্য বিষ বোধ হয় পুত্রগণ। হায় কি বিষম কাণ্ড কন্যা প্রতি পণ॥

ন জাতি বিচার বিধি বলি কেহ কেহ। প্রাপ্তি মাত্রে কুলত্যুগে করেন বিবাহ॥ জাতি লোপ ধর্ম্ম লোপ না চিন্তি কিঞ্চিত। হায় কি কালের গতি বিধি বিপরীত। স্মরিতে এ সব হয় মন উচাটন। হায় কি বিষম কাণ্ড কন্যা প্রতি পণ॥

স্বদেশ বাসী পণ হয় যে রূপ বিক্রয়। সকলের বিদিত তা হেরি প্রায় কন্যা চয়। তাকে সেই ধন [illegible] প্রাপ্ত কালে। মূল্য দিয়া পণ যথা কত কথা হয়॥ তথাপিও না হইল সে পণ বর্জ্জন। হায় কি বিষম কাণ্ড কন্যা প্রতি পণ॥

স্মৃতিশাস্ত্রে এই সকল শাস্ত্রে বিরচিত। কন্যা [illegible] নিরূপিত॥ অবশ্য হেন বিধি পা-ইয়া যে জন। দান ভিন্ন অন্যে তাহা নিয়া মূল্য পণ। জান আমি পিতৃকুল নাশক সে জন। হায় কি বিষম কাণ্ড কন্যা প্রতি পণ॥

পণ জন্য কত লোকে কত অত্যাচার। করিয়া হয়েন দোষী কি কব বিস্তার॥ অবশেষ রাজ দ্বারে কারাগৃহে। গমন করিতে হয় দুষ্টে প্রাণ দহে॥ নাহি কি এ পণ জন্য বিজ্ঞের শাসন। হায় কি বিষম কাণ্ড কন্যা প্রতি পণ॥

যে সন্তান শিশুমতি অথচ সরল। বোধ নাহি ভাল মন্দ সুধা হলাহল॥ কথা কয় একত্রেতে বলিতে অশক্ত। সর্ব্বকাল জননী জনক অনুরক্ত॥

যদ্যপি নিকট থাকে মাতা কিম্বা ভাত। রাজাকেও নাহি ভয় আসিলে সাক্ষাৎ॥ মনে বোধ মাতা পিতা থাকিলে নিকট। কখনই কোন মতে হবে না সঙ্কট॥ দেব ধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কিছু নাহি মানে। মাতা কর্ত্তা পিত কর্ত্তা এই মাত্র জানে॥ মনে এই মাতা পিতা করিবেন যাহা। তাহাতেই হবে শুভ দৃঢ় বোধ তাহা॥ মাতা পিতা কোন কর্ম্ম করিতে বলিলে। নৃত্য করে সেই কর্ম্ম করে কুতূহলে॥ হায় হায় হেন রূপ অবোধ কন্যারে। বিক্রয় করেন পণে দীন ব্যবহারে॥ হইয়া পণের লোভে অতি হত জ্ঞান। বৃদ্ধ অন্ধ পতিরেও করেন প্রদান॥ দর্শনে এসব হয় সজল নয়ন। হায় কি বিষম কাণ্ড কন্যা প্রতি পণ॥

যে সন্তান মাতা পিতা ইত্যাদি স্বজনে। পরম বান্ধব বলি জানে মনে মনে॥ বহু আগ্রহে মাতা তুল্য করে দয়া মায়া। ধন্য ধন্য ধন্য সেই জীবন তনয়া॥ হেন রূপ তনয়া কি পণেতে বিক্রয়। যথা তথা অপাত্রেতে করা যুক্ত হয়॥ ইহাও কি হয় বল জনকের ধর্ম্ম। ইহাও কি হয় বল বান্ধবের কর্ম্ম॥ ইহাও কি হয় বল বিজ্ঞ ব্যবহার। ইহাও কি হয় বল দয়ার সঞ্চার॥ যে পাত্রে অর্পিলে কন্যা যাবত জীবন। ভোগ করে অহরহ দুঃখ হুতাশন॥ সে পাত্রেতে সমর্পণ উচিত কি হয়। নাহি নাহি নাহি কেন নাহি ধর্ম্ম ভয়॥ অতএব বলি শুন দয়া পূর্ণ মান। জন্ম

ত্যজ ত্যজ শীঘ্র ত্যজ কন্যাপণে। করিলে দুহিতা দান ব্রহ্মলোকে বাস। হইবে অনন্ত কাল শাস্ত্রোক্ত প্রকাশ। দেব পূজ্য হইয়া বাঞ্ছা হবে তব। ইহা হতে কিবা আর সৌভাগ্যের কথা। শ্রবণ করিলে কন্যা দানের ভারতী। করিবেন পিতৃগণ স্বর্গ লোকে গতি। এ কিরূপে সহস্র পাপ গ্রাহী বলে ঋষি। কন্যা দানে এত সব শাস্ত্রেতে প্রকাশ। অতঃপর শুন কন্যাপণ কথা। এ পাপেতে ভবে দুঃখ হবেন সকল। গ্রহণ করিলে পর দুহিতার পণ। নরকে গমন করে সহ পিতৃগণ। চতুর্দশ ইন্দ্র স্বর্গে যাবৎ থাকিবে। তাবত সে পাপী ঘোর নরক ভুগিবে। এত শাস্ত্রে অনুমাত্র পাই নিবারণ, হায় কি বিষম কাণ্ড কন্যা প্রতিপণ॥

স্বপ্ন অস্তে স্বপ্ন কথা যেন মিথ্যা মানে। লোকান্তরে দেহ লীলা সেই রূপ জ্ঞান। সুতরাং স্বপ্ন তুল্য স্বল্প সুখ হেতু। তাজিতে উচিত নয় পরমার্থ সেতু। আবশ্যক বটে সেই সেতু অন্বেষণ। হায় কি বিষম কাণ্ড কন্যা প্রতিপণ॥

সমাপ্ত।

পয়ার।

বাক্য জন্য ধর্ম্ম বিদ্যা হীন মানবেতে। রচিলাম আদি অন্ত সরল শব্দেতে॥